Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামফোবিয়া, কারন ও প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: উম্মাতুন নেসা

রোলঃ ২৩১০০১২০৬৬০

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামফোবিয়া, কারন ও প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসাঃ উম্মাতুন নেসা

রোলঃ ২৩১০০১২০৬৬০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলামফোবিয়া, কারন ও প্রতিকার ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা: উম্মাতুন নেসা, আইডিঃ ২৩১০০১২০৬৬০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামফোবিয়া, কারন ও প্রতিকার ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Ummatun

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মোসা: উম্মাতুন নেসা

আইডিঃ ২৩১০০১২০৬৬০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ সূচনা 5

অধ্যায় ২ সংগা ও উৎপত্তি 7

অধ্যায় ৩ ইসলামফোবিয়ার ঐতিহাসিক পটভুমি 8

অধ্যায় ৪: ইসলামফোবিয়ার কারনসমুহ 10

অধ্যায় ৫:ইসলামফোবিয়ার প্রভাব 18

অধ্যায় ৬: ইসলামফোবিয়ার মোকাবেলায় ইসলাম 30

অধ্যায় ৭: ইসলামোফোবিয়ার মোকাবেলায় মুসলিমবিশ্বের করণীয় 34

অধ্যায় ৮ ইসলামোফোবিয়া মোকাবেলার পদ্ধতি 39

অধ্যায় ৯: উপসংহার 47

অধ্যায় ১ সূচনা

১.১ ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে ইসলামফোবিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যমের প্রভাবে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত ঘটনাবলি এবং রাজনৈতিক প্রচারণার কারণে বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের প্রতি নেতিধিবাচক ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামের শান্তিপ্রিয় আদর্শ বিকৃতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। ইসলামের মহান আদর্শ কে যেনো মুছে দিতে সবাই মরিয়া হয়ে উঠেছে। অথচ আল্লাহ তা' লা বলেন,

" يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ তারা চায় আল্লাহর নূরকে নিজেদের মুখের ফুঁয়ে নিভিয়ে দিতে; অথচ আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণ করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।"
(সুরা আস সফ, আয়াত ৮)

بدأ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ» غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিত অবস্থায়। যেভাবে এর সূচনা হয়েছিল, শীঘ্রই আবার তা অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। অতএব, অপরিচিতদের (যাঁরা এর ওপর দৃঢ় থাকবে) জন্য সুসংবাদ।" হাদীসের উৎস গ্রন্থ: সহীহ মুসলিম [২৬৭] (ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ২৭০) বর্ণনাকারী: হযরত আবু হুরায়রা (রা.)

১.২ গবেষনার উদ্দেশ্য

ইসলামফোবিয়ার কারণসমুহ, এর ভয়াবহতা ও কুরআন, সুন্নাহর আলোকে এর প্রতিকার এবং মুসলিমদের এর প্রতিকারে করনীয়তা কী তা তুলে ধরা।

১.৩ তাৎপর্য

আল্লাহ তা' লা ইসলাম কে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলাম সার্বজনীন, সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তা' লা ইমানদার কে দুনিয়ার বুকে খেলাফতের

ওয়াদা করেছেন। ইসলাম কে প্রতিষ্ঠিত করতে নবী,রাসুলগন বহু কষ্ট, মুজাহাদা করেছে। তাদের অনুসরনে সাহাবা আজমাইন, তাবে- তাবেঈন, সুফিয়ায়ে কেরাম ইসলামের দাওয়াত কে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। ইসলামের শত্রুরা নববী যুগে যেমন ইসলাম কে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল, এখন ও তারা বিদ্যমান। ভিন্ন রুপে, ভিন্ন নামে। আমাদের সেই শত্রুদের চিনতে হবে, তাদের কৌশল বুঝতে হবে, তবেই আমরা তাদের মোকাবেলা করতে পারবো। ইসলাফোবিয়ার বিষবাস্প আজ পৃথিবীব্যাপি ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ, পশ্চাৎপদ, জঙ্গিবাদ হিসেবে প্রচার করছে। অথচ ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম আগমনের পূর্বে জাজিরাতুল আরব এক অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ইসলাম তার আলোয় পুরো আরব, পুরো বিশ্বকে আলোকিত করেছে।

অধ্যায় ২ সংগা ও উৎপত্তি

২.১ সংগা: ফোবিয়া বলতে কোনো জিনিস ও কর্মে ভয় পাওয়া। এটি অযোক্তিক ও অসুস্থ চিন্তার নাম। যখন একে ইসালামের সাথে জুড়ে দেয়া হয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায় ইসলামভীতি, ডড়,ঘৃনা, যেটা ইসলামবিরোধী এবং ইসলাম বিদ্বেষিদের দিল ও দেমাগ নির্দাষিত।

ইসলামি সহযোগিতা সংগঠন (OIC) ইসলামফোবিয়া কে সংগায়িত করেছেন এমনভাবে - ইসলামের বিপরীতে অযৌক্তিক, আঘাতসর্বস্ব এবং কঠিন অপ্রীতিকর প্রকাশের নাম ইসলামফোবিয়া।

২.২ উৎপত্তি

ইসলামফোবিয়ার উৎপত্তির ব্যাপারে বলা হয় যুক্তরাজ্যে পারিভাষিকভাবে এই শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে **১৯৯১** সালে insight নামী^**১** আমেরিকান একটি বইয়ে এই পরিভাষা সর্বপ্রথম সবার নজরে আসে।
ফরাসি উপনিবেশিক শাসক Alain Quellien কে মনে করা হয় তিনিই সর্বপ্রথম একটি লিখিত দলিলে 'ইসলামফোবিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন^২।

সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামফোবিয়া বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে আক্ষরিক অর্থের মিল কম। বরং বর্তমান সময়ে ইসলামফোবিয়া ধারণাটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিচিত করে তোলে যুক্তরাজ্যভিত্তিক থিংক ট্যাস্ক প্রতিষ্ঠান 'রানিমেইড ট্রাস্ট।' থিংক ট্যাস্ক, যারা বর্নবাদবিরোধি গবেষণা করে এবং সরকার ও পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলকে তাদের নীতি প্রনয়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

অধ্যায় ৩ ইসলামফোবিয়ার ঐতিহাসিক পটভুমি

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ আজকের দিনে নতুন কিছু নয়, বরং একটু পেছনে ফিরে তাকালেই আমরা দেখতে পাই এটি শতবর্ষ ধরে চলা প্রপাগান্ডা। ইসলামের প্রতি হিংসা,ঘৃনা, ভীতি রাসুল (সা) এর আগমনের সময় থেকেই ছিল যখন তিনি মানুষের মাঝে আল্লাহর পয়গাম পৌছানো শুরু করলেন। ইসলামের শত্রুরা তার বিরোধিতায় মেতে উঠলো। যারা ইসলামপুর্ব যুগে রাসুলে (সা:) কে আল-আমিন উপাধি দিয়েছিল তারাই তাকে জাদুকর, পাগল(নাউজুবিল্লাহ) বলতে থাকে যাতে লোকেরা তার কথায় কর্নপাত না করে।

তারই জলন্ত দৃষ্টান্ত তোফায়েল বিন আমর দাউসি(রা:) যখন মক্কা গমন করেন তখন মক্কার এলিট ব্যাক্তিবর্গ তাকে রাসুল (সা:) এর সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখতে বলে, '' ইনি আমাদের মাঝে বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়েছে।

না জানি তার কথায় কি জাদু লেপ্টে আছে যা সন্তান কে পিতার বিরুদ্ধে, ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে, স্ত্রী কে স্বামীর বিরুদ্ধে দাড় করিয়েছে। আমাদের আশংকা হয় তুমি ও তোমার দল না অন্যদের মতো তার দলে ভিড়ে যাও। তাই আমাদের বন্ধুসুলভ পরামর্শ থাকবে তুমি না তার কাছে যাবে আর না তার কথা শুনবে''। রাসুল(সা:) এর কথা কানে এসে যাওয়ার ভয়ে তোফায়েল দাউসি কানে তুলা গুজে রাখতেন। অবশেষে রাসুলে পাক (সা:) এর কুরআন তেলাওয়াত শুনে হয়রান হয়ে যান এবং ইসলাম কবুল করেন।

ইসলামের যে কাফেলায় সামনে অগ্রসর হয়েছে, ইসলামের শত্রুরা তা প্রতিহত করতে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

নববী যুগ থেকে ফারুকী যুগে মুসলিমরা জেরুজালেম, সিরিয়া জয়লাভ করে।

দ্বিতীয় খ্রিস্টশতকে মুসলিমরা ইউরোপের পশ্চিমাংশে অগ্রসর হয় এবং ইসলামের দেদিপ্যমান শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়।

১০৯৯ সালের পরে ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্মিলিত শক্তি মুসলিম ও ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়, ঘৃনা এবং বিপরীতমুখোমুখি আত্মপ্রতিক্রিয়ার কথায় পরিবেশন করেছে। ক্রুসেড সময়টা ছিল নাজুক একটা সময়। ইসলামফোবিয়া

সুবিনস্তভাবে ক্রুসেড যুদ্ধ থেকেই শুরু হয়। সমগ্র খ্রিষ্টানবিশ্ব ইসলামের নাম- নিশানা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে উঠেপড়ে লাগে। কিন্তু মুসলিমরা বীরত্বের ও সাহসিকতার সাথে তাদের ব্যার্থ করে দেয়।
প্রসিদ্ধ লেখক ও নান ক্যারন আমস্ট্রিং ইসলাম্ফোবিয়ার পরিচিতিতে লিখেন,'ইলাম্ফোবিয়ার ইতিহাস ক্রুসেড যুদ্ধের সাথে গিয়ে মিলে'।^৩

৯/১১ ঘটানার পরে পশ্চিম ইউরোপে ইসলামফোবিয়া ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধ্যায় ৪: ইসলামফোবিয়ার কারনসমুহ

৪.১: রাজনৈতিক স্বার্থ

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের অবস্থান কে পাকাপোক্ত করতে, জনগনকে আকৃষ্ট করতে তাদের বক্তৃতা ও নির্বাচনী প্রচারনায় স্পষ্টতই ইসলাম বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। মুসলমানদের সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মুসলমান নেতাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে প্রচার করছে।

১৪ মার্চ,২০১৬

ভিয়েনায় উনার এভিয়েশনে রিপাবলিকানদের নির্বাচনী প্রচারনায় প্রার্থী ডোনাল্ট ট্রাম্প এর দিকে সাংবাদিক এন্ডারসন প্রশ্ন ছুড়ে দেন যদি ইসলাম পশ্চিমাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে-

ট্রাম্প জবাবে বলেন, " আমার ধারণা মুসলিমরা আমাদের ঘৃনা করে। তাতে ভয়ংকর রকমের ঘৃনা রেয়ছে। আমাদের হতে হবে সজাগ ও সতর্ক। মুসলিম ও আমেরিকার প্রতি ঘৃনা পোষনকারীদের আমরা এদেশে প্রবেশাধিকার দিতে পারিনা".

সাবেক ফরাসি প্রধানমন্ত্রী Guz Mollet বলেছেন মরক্কোর ক্রমবিকাশ ইসলামি আন্দোলন আমাদের সমাজের জন্য হুমকি। ২০১০ সালে সুইজারল্যান্ড এর ডানপন্থী খ্রিস্টান রাজনৈতিক দল সুইস পিপিলস পার্টি দেশটিতে মসজিদে মিনার নির্মানের উপর নিষেধাজ্ঞা আইন চালু করতে গনভোটের আয়োজন করে।এতে ৫৭ শতাংশ তাদের পক্ষে ভোট দেয়।

৪.২ গনমাধ্যম ও মিডিয়া:

মিডিয়া ইসলাফোবিয়ার শেকড় মজবুত করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক সাক্ষর রেখেছে। মুসলমানদের গোড়া, পথভ্রষ্ট, মুর্খ,চরমপন্থী, পাগলরুপে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

৯/১১ ঘটনার পর পশ্চিমা ও ইউরোপে এমন কোনো সংবাদমাধ্যম ও বই বাদ যায়নি যেখনে ইসলাম ও মুসলমানেদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়ানো হয়নি। ব্রিটেনে প্রতিমাসে

ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে ১০০ আর্টিকেল প্রকাশিত হয়, যেখানে ৯১ % নেতিবাচক এবং ৪% ইতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়।

কল্পনাসই ইসলামফোবিয়া ছড়াতে তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন মুভি, সিনেমা, নাটক, শর্টস যেখানে দাড়ি, টুপি ওয়ালা মুসল্লিদের মৌলবাদী, জঙ্গি হিসেবে দেখানো হয়। মুসলিম নারীদের হিজাব বোরকার কারনে পশ্চাৎপদ, সেকেলে হিসেবে তুলে ধরা হয়। ইসলাম নারীদের ঘরে-বন্দি করে রেখেছে, পরাধীন করে রেখেছে এসব গুজব ছড়ায়। এভাবে জনমনে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা তৈরিতে মিডিয়া অগ্রগন্য ভুমিকা পালন করছে।

৪.৩সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

বর্তমানে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ইসলামফোবিয়া ছড়ানোর সুলভ মাধ্যমে পরিনত হয়েছে।
পোস্ট,কমেন্ট, ভিডিও, রিলস এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ছড়ানো হচ্ছে জাতিগত বিদ্বেষ,ঘৃনা, ইসলামফোবিয়া। প্রযুক্তির কল্যানে ঘৃনার সংস্কতি ছড়াতে অমুসলিমরা যেমন কাজ করছে দু:খজনক হলেও সতি কিছু নামধারী মুসলিম ও এই মিছিলে শামিল হয়েছে।

ডঃ ইমরান আওয়ান যিনি বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং ইসলামফোবিয়া ও সাইবার বিশেষজ্ঞ ফেসবুকে ইসলাম্ফোবিয়া নিয়ে একটি রিসোর্স তৈরি করেছিলেন। ১০০ ট পেজের পোস্ট, কমেন্ট পর্যবেক্ষন করেন। তিনি অন্তত ৪৮৪ টি পোস্ট পেয়েছেন যেখানে সরাসরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে।শুধু বিরুদ্ধ মতামত নয়, শারীরিক আঘাতের হুমকি ও দেয়া হয়েছে। ওই সমস্ত পোস্টে ৫ টি বিষয়ে হাইলাইট করা হয়েছে।

১) মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে ভায়োলেন্ট, ননভায়োলেন্ট পার্থক্য করা হয়নি, ঢালাওভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে।
২) মুসলিমদের ধর্ষক ও সিরিয়াল রেপিস্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে

৩)মুসলিম মহিলাদেরকে সুরক্ষার হুমকি হিসেবে দেখানো হয়েছে। বোরকা, হিজাব নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

৪) বোঝানো হয়েছে মুসলমান ও আমদের মাঝে যুদ্ধ চলে এসেছে। তারা আমদের শত্রু, আমাদের ভুমি দখলকারী

৫) এখানে মুসলিমদের নির্বাসিত করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি হালাল ফুড নিষিদ্ধকরণ, বর্ণ,ভাষা,লিংগ নির্বিশেষে মুসলিমদের উপর বাজে মন্তব্য করা হয়েছে।

ফ্যাক্ট চেকিং সার্ভিস স্নোপেস ফেসবুকে ইসলাম্ফোবিয়া নিয়ে একটি তদন্ত করেছিলেন। তদন্তে আমেরিকার ২৪ টি পেজ সন্ধান পেয়েছেন যেগুলো অর্থায়ন করে ‘দ্যা আমেরিকা কনজার্ভেন্সি ‘এর প্রতিষ্ঠিতা প্রেসিডেন্ট খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক কেলি মনরো কুলবার্গ। এর অন্যতম

womens for trump ,christians for trump

Evangelical for trump.

৪.৩ শিক্ষাঙ্গনে ইসলামফোবিয়া

পিতামাতা সন্তানদের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য স্কুলে পাঠায়, কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠান আজ দুষ্টু মস্তিস্ক তৈরির কারখানা।

শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের বিচরন অতি উত্তম। আল্লাহ তা’ লা বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

‘’ যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান?”^৪

নবীজি (সা:) বলেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ" فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ"

“ প্রত্যেক শিশুই ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে, অত:পর পিতামাতা তাদের ইহুদি, নাসারা, অগ্নিপুজক বানায়।”^৫

বিদ্যাজ্ঞন শিশুদের সেই সহজাত ফিতরত লয় করার ক্ষেত্রে এগিয়ে সবচে বেশি।

বিদ্যালয়ে পাঠের মধ্যে বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা হচ্ছে।

NCTBর পাঠ্যক্রম একটু পর্যবেক্ষন করলেই বিষয়টি বুঝা যায়। একটি মুসলিমপ্রধান দেশ হয়েও এমন কিছু বাচ্চাদের শেখানো হচ্ছে যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং আগের পাঠ্যক্রমে ইসলামিক গল্প, নবী রাসুলদের কাহিনি, নাতে রাসুল, বাংগালি মুসলিমদের কবিতা ইত্যাদি যতটুকু শেখানো হতো বর্তমানে সেগুলো ও ছাটাই করে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি ঢুকানো হয়েছে।

যেমন দ্বিতীয় শ্রেনীর পাঠবই থেকে " সবাই মিলে করি কাজ শিরোনাম এ শেষনবীর সংখিপ্ত জীবনী বাদ দেয়া হয়েছে, তৃতীয় শ্রেনীর বই থকে আবু বকর(রা:) জীবনী, চতুর্থ শ্রেনীর বই থেকে ওমর ফারুক (রা:),

পঞ্চম শ্রেনীর পাঠ্যবই থেকে বিদায় হজ্জের ভাষন, " শিক্ষাগুরুর মর্যাদা" কবিতা,

এরকম মুসলিম বীরদের কাহিনি, বাদ দেয়া হয়ছে।

ইসলামি ইতিহাস কে বিকৃতরুপে তুলেম ধরা হচ্ছে।

পঞ্চম শ্রেনীর বইতে : "বই" নামক কবিতা যুক্ত করা হয়েছে যা কুরআন বিরোধী

ষষ্ঠ শ্রেনীর বইতে " বাংলাদেশের হৃদয় " নামক কবিতা যা হিন্দুদেবি দুর্গার প্রশংসা করা হয়েছে।

লাল গরুটা নামক গল্প যা দিয়ে শেখানো হচ্চে গরু মায়ের মতো অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদ.

সপ্তম শ্রেনীতে ' লালু' গল্পে শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে পাঠাবলির নিয়ম- কানুন।

নবম- দশম শ্রেনীতে ' আমার সন্তান' কবিতাটি হিন্দুদের মংলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত। ^৬

এভাবে বিভিন্ন লেখনীতে মুসলিমদের প্রতি, ধর্মীয় প্রতিকের প্রতি সরাসরি কটাক্ষ করা হয়।

ডেনিস সরকারের নতুন আইনে পিছিয়ে পড়া শিশুদের সপ্তাহে ২৫ ঘন্টা কাটাতে হবে সরকারি তত্বাবধানে পিতামাতা থেকে আলাদা করে। সেসময় তাদের শিক্ষা দেয়া হবে ডেনিস মুল্যবোধ, পশ্চিমা কালচার এবং ডেনিস ভাষা। মুলত সেক্যুলার ভাবধারা ও পশ্চিমাকরনই তাদের উদ্দেশ্য। পিতামাতা এই আইন না মানলে দেয়া হয় কঠিন সাজা। মুসলিমপ্রধান এলাকাগুলোই ডেনিস সরকারের মাথা ব্যাথার কারন যাতে তাদের মাধ্যমে অন্য কোনো আদর্শ আবার না ছড়ায়।^৭

বিশ্ব মোড়ল, শিক্ষার স্ট্যানার্ড দাবি করা খোদ আমেরিকায় আছে শিক্ষাবৈষম্য। সুষম শিক্ষার পরিবেশ এত বছর ধরে ও প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে মানবাধিকারের কথা বললেও সর্বাংশে তা আলোর মুখ দেখেনি।

৪.৫ ইসলামফোবিয়ার সাজগোশে জায়োনিজম

শয়তান তার প্রতিজ্ঞামত নিজ কারিশ্মা দেখাতে নানা বিশৃঙ্গলার জটলা পাকায়।
দেই আদম (আ:) পরবর্তী প্রথম মুর্তি তৈরি থেকে উপাসনায় পরিনত করতে নীলনকশা করে। যুগে যুগে শয়তান তার এজেন্ডা বাস্তবায়ন এ দোসর খুজে নিয়েছে।
এখন তার দোসররাই কাজের আঞ্জাম দিচ্ছে, শয়তান পেছন থেকে কলকাটি নাড়ছে। ইহুদিরাই সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে, তারাই শয়তানের প্রধানত দোসর হওয়ার উপযুক্ত। সেই মুসা(আ:) এর যুগে তাদের লীলা তো আমরা জানি। বর্তমানে তাদের আন্দোলন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। থিওডর হার্রজেল প্রতির্ষ্ঠিত জায়নিজমবাদ আজ ইসলামফোবিয়ার নিরেট ইন্ধন সরবরাহ করছে।

ইসরায়েল প্রতির্ষ্ঠার সাথে জড়িত আছে মুসলিমদের হৃদয় বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিনের নানা জানা, অজানা কতশত উপাখ্যান। ইসরায়েলের ত্রানকর্তারা ইসরায়েলের প্রতি জনসমর্থন বাড়াতে ও ফিলিস্তিনদের প্রতি কড়া নজরদারি ও আইনি বিধিনিষেধ বাড়াতে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করছে।

অর্থায়ন: অতি প্রাচীনকাল থেকে জায়নিজমের ত্রানকর্তারা অর্থকে ব্যাবহার করছে অস্ত্র হিসেবে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য। ৪৮ এ আরব- ইসরাইল যুদ্ধে আরব

হেরে গেলেও ইসরাইলের ব্যাপক কুৎসা রটে। ইহুদি লেখক ও আইনবিদ জ্যাকব এই দ্বন্দ - কুৎসা মোচনের জন্য অর্থ ঢালার পরামর্শ দেন। সে বলে, ''আরব দেশগুলো আজ ইহুদিদের ধ্বংস করতে মরিয়া। তবে তাদের পত্রিকা প্রতিষ্ঠান গুলো আজ আর্থিক উপঢৌকনের প্রতি উন্মুক হয়ে আছে। এই দুর্বলতা পরাজয় ও দীর্ঘ ভোগান্তির কারন হবে।''^৮

ইসরাইলের অর্থ উন্নয়নের স্বপ্নপুরুষ রথচাইল্ড এর দর্শন হলো এক পাত্রে সব ডিম রাখতে নেই। সেই কথার বাস্তবায়ন দেখা যায় যে তারা দেশে দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সংগ্রামরত দলকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে। সেই রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আরোহন করুক বা না করুক ক্ষমতা কুক্ষিগত থেকে যায় তাদের হাতেই।
এভাবে তারা নিজেদের ভিত মজবুত করতে ব্যাস্ত। বর্তমানে তাদের ভিত কতটা মজবুত তা বুঝার জন্য ওয়ার্ড স্ট্রিটের দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। ওয়ার্ড স্ট্রিট নিউইয়র্কের একটি শেয়ার এক্সচেঞ্জ যেখানে শেয়ার কেনাবেচা হয়। **১৯১৫** সালের আগে কোনো ইহুদি জায়গা করে নিতে পারেনি। অথচ বর্তমানে পুরো শেয়ার আজ জায়নিজমের দখলে।

ইহুদিরা নিজেদের আখের গোছাতে ও নিজেদের ভিত্তি পোক্ত করতে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ায়। এই ঘৃন্য কাজে অর্থব্যায়ে তারা বিন্দুমাত্র কার্পন্য করেনা। ইসলামফোবিয়াকে আইনসিদ্ধ করা ছাড়াও ইসলাম বিদ্বেষ কে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে চিত্রায়িত করার ব্যাপারে ও তারা কোনো কমতি রাখেনা, সর্বোপরি মিডিয়া আজ তাদের দখলে।
তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে নিজেদের পরিচয় পালটে অন্য ধর্মের পরিচয় গ্রহন করে যাকে কাহাল বলা হয়। এই পদ্ধতিতে একদিকে নিজেদের স্বার্থ হাসিল হয় অন্যদিকে বদনাম থেকেও রেহাই পায়। কেউ হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সমাজ ব্যাবস্থার প্রতি আনুগত্য রেখে ধর্মান্তরিত হলেও ইহুদিই থেকে যায় এবং জায়নিজমের মহান সফরের সংগী হবে। আমেরিকায় এমন অনেক কাহাল জায়নিজমের হয়ে কাজ করছে।

আমেরিকার ফ্রিডম ''ল'' সেন্টারকে অর্থ প্রদান করছে জুইশ ফেডারেশন যার কাজ হলো মুসলিম কমিউনিটিগুলোয় এই বার্তা পৌছে দেয়া যে 'ইসলাম ধর্মীয় পরিচয়' কমিউনিটির জন্য এক প্রকার ঝুকির বিষয়।

একদিকে ইসলামফোবিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উস্কে দেয়া অন্যদিকে ইন্টারফেইথ তথা বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস যোগ্যতার মেকি বুলি আওড়ানো উপহাস ছাড়া কিছুই না। ইসলাম্ফোবিয়া প্রোপাগাণ্ডায় তারা প্রাথমিকভাবে নিজেদের বিপদের বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করে। দাতব্য সংস্থা, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ নির্মান, রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে আস্থা অর্জন করে। এরপর শুরু হয় তাদের আসল কাজ।।

ইসলাম্ফোবিয়া একটি মিশন,একটি বড় বিজনেন প্ল্যাটফর্ম। অঢেল অর্থায়ন হয় এর পেছনে। ক্যালিফোর্নিয়া ইসলামফোবিয়া স্টাডিজ সেন্টারের জরিপ অনুযায়ী বিশাল অংকের ৭০ শতাংশ আসে ইহুদি ফান্ড থেকে।

৪.৬ জিহাদের নামে সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রতাবাদ

কিছু উগ্রতাবাদী দল ইসলামকে ব্যাবহার করে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাচ্ছে এবং তা দিয়ে পুরো মুসলিম সমাজ ও ইসলামের প্রতিনিধিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

৯/১১ ঘটনার পর ইউরোপজুড়ে ইসলামফোবিয়া বেড়েছে।

৯/১১-র পক্ষান্তরেই ১২০০ মুসলিম নাগরিক ও অভিবাসীকে এফবিআইসহ রাষ্ট্রীয় আইনি সংস্থাগুলো জিজ্ঞাসাবাদ করে। যদিও তাদের মধ্যকার কারোরই ৯/১১-র ঘটনার সাথে যোগসূত্র মেলেনি।

সানবার্নিডো ও অন্যান্য ঘটনায় অমুসলিম ও মুসলিমদের মিডিয়া কীভাবে চিত্রিত করেছে? প্রথমেই বন্দুক-সহিংসতা নিয়ে কিছু বলা যাক; তা যেন আমেরিকান আপেল পাই। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে যে, মার্কিন ভূমিতেই ৪০৬৪৯৬ জন আমেরিকান আগ্নেয়াস্ত্রে প্রাণ হারিয়েছে আর তাদের সন্ত্রাসবাদের ফলে বিশ্বব্যাপী ৩৩৮০ জন মারা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে জিহাদী নামধারীদের দ্বারা ৯/১১-র পর ৪৫ জন প্রাণ হারিয়েছে। অন্যকথায় বন্দুক-সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদ এর অনুপাত যেন দশ হাজার ও এক। স্কুলে ও অন্যত্র সহিংসতায় শ্বেতাঙ্গদের অগ্রগণ্য ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। মুসলিমরা আমেরিকার সকল ঐতিহ্যে একীভূত হলেও সানবার্নিডোর ঘটনায় এসে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ আর জাতীয় সুরক্ষার বুলি আওড়ে মুসলিমদের ওপর চড়াও হতে দেখা

গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো সহিংস ঘটনাকে চাপা দিতে দুটি ফ্রেম ব্যবহার করা হয়, শ্বেতাঙ্গ অপরাধী আর মুসলিম। প্রথম ক্ষেত্রে অপরাধকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। উদাহরণত মানসিক অসুস্থতার অজুহাত। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনা যার সমাধান মনে করা হয়। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের ক্ষেত্রে অপরাধকে গণ্য করা হয় 'সভ্যতার সংকট' হিসেবে। যেখানে সমগ্র মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও লড়াই তথা 'ওয়ার অন টেরর'কে সমাধানের একমাত্র উপায় হিসেবে ফলাও করে প্রচার করা হয়। ফরাসী দার্শনিক আলবার্ট মোমি তার mark of the plural আলোচনায় বুঝিয়েছেন যে বর্ণবাদী কর্মকাণ্ড মানুষজনের কাছে স্বাভাবিক বলে উপস্থাপন করা হয় আর শ্বেতাঙ্গ কুকীর্তি সীমাবদ্ধ করে রাখা হয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে।

ইসলাম কখনোই অন্যায়ভাবে হত্যাকান্ড সমর্থন করেনা। আল্লাহ তা’ লা বলেন
مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

অনুবাদ
যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।(সুরা মায়েদা, আয়াত৩২)

৪.৭ ইসলামের প্রতি অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা

ইসলাম কে সঠিকভাবে না জানার কারনে, মিডিয়ার অপ্রপচারে বেশিরভাগ মানুষ ইসলামের প্রতি বিদ্বষ পোষন করে। পশ্চিমা বিশ্বে এমন অনেক উদাহরন দেয়া যাবে যারা পরবর্তীতে ইসলামের সত্যতা জেনে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করেছেন।

অধ্যায় ৫:ইসলামফোবিয়ার প্রভাব

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রিতির শিক্ষা দেয়। কাউকে ধর্ম,বর্ণ, গোত্রের ভিত্তিতে অবমাননা করা, আক্রমন করা কখনোই সমর্থন করেন না। হযরত মুহম্মদ (সা:) সবার প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'লা কুরআন ও হাদিসে আমাদের ভিন্ন ধর্ম ও মতাম্বলিদের প্রতি কিরুপ আচরন করতে হবে সে শিক্ষাও দিয়েছেন।

"হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে মর্যাদাবান, যে সবচেয়ে বেশি পরহেজগার (আল্লাহভীরু)"(সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩)।

"সব মানুষ মূলত একই জাতিভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে"

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১৩)।

মানুষের জীবন রক্ষায় সম্প্রীতি:

"যে ব্যক্তি অন্যায় ছাড়া (অন্যায়ভাবে) কোনো মানুষকে হত্যা করল, সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যে একটি প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করল" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৩২)।

ইসলামফোয়া হিংসা,বিদ্বেষ,ঘৃন্য সংস্কৃতির জন্ম দেয়, যা শুধু মুসলিমদের ক্ষতি করে এমন নয়, এর প্রভাব সমগ্র মানবজাতির উপর পড়ে।

৫.১শারীরিক ও মৌখিক সহিংসতা:

মুসলিমদের নানাভাবে ব্যাঙ্গ- বিদ্রুপ করা হয়, তাদের ধর্মীয় প্রতিক নিয়ে অবমাননা করা হয়। রাস্তা, ঘাটে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে দাড়ি, টুপি দেখলে মৌলবাদী, জঙ্গী ট্যাগ দেয়া,
বোরকা হিজাব কে পশ্চাৎপদার কারন বলে বিদ্রুপ করা হয়।

◑সংখিপ্ত একটি পরিসংখ্যান
২০১৬ সালে Tell MAMA-এর নেটওয়ার্কে ১২২৩টি ইসলামোফোবিয়ার আক্রমণ রিপোর্ট করা হয়। যার ২০ শতাংশ-এ শারীরিক নির্যাতনের নজির মেলে। আক্রান্তদের ৫৬ শতাংশ ছিল মহিলা। পিসিসিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৭ সালে ৫৪৬টি ইসলাম বিদ্বেষের ঘটনা ঘটে। সুইডিশ ক্রাইম সার্ভের তথ্য মতে ৪৩৯টি বিদ্বেষমূলক সন্ত্রাস নথিভুক্ত হয়। এদিকে ২০১৮ সালে ইউরোপজুড়ে ইসলামোফোবিয়ার চিত্র আরও ভয়াবহ। বেলজিয়ামে প্রায় ৭০টি ইসলামোফোবিক ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৭৬ শতাংশ ভিকটিম নারী। অস্ট্রিয়ায় ৫৪০টি ইসলামোফোবিক ঘটনা ঘটেছে। অথচ ২০১৭ সালে ছিল ৩০৯টি। ফ্রান্সে ৬৭৬টি ঘটনা ঘটেছে। ২০১৭ সালে ছিল৪৪৬টি। ৬৭৬ জনের মধ্যে ২০ জন শারীরিক আক্রমণের শিকার। ৫৬৪ জন বৈষম্যের শিকার। ৮৮ জন মৌখিক লাঞ্ছনার শিকার। জার্মানে ৬৭৮টি ইসলামোফোবিক ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে ৪০টি ঘটেছে মসজিদে। শরণার্থীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে ১৭৭৫টি। এদের মধ্যে ১৭৩টি আশ্রয়কেন্দ্রে। ৯৫টি জার্মানিতে কাজ করতে আসা কর্মীদের ওপর। নেদারল্যান্ডে পুলিশের কাছে দায়ের করা ১৫১৫টি ধর্মীয় বৈষম্যের অভিযানগুলোর মধ্যে ৯১ শতাংশই মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

৫.২শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য:

মুসলিমদের ধর্মীয় পোশাক,ও প্রতীক ধারন করার কারনে মৌখিক, কোনো ক্ষেত্রে শারীরিক আক্রোশের যেমন শিকার হতে হয়, তাদের মেধা যোগ্যতা থাকা স্বতেও তাদের উপযুক্ত পদে নিয়োগ দেয়া হয়না।

আমেরিকার মিনসোটা শহরে জ্যাকব লেটারনো- এলশারকবি নামক ১৫ বছর বয়স্ক নবীন হাইস্কুল ছাত্র বারবার হুমকি-ধমকির ঘটনার শিকার হয়ে নিজেকে স্কুল থেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ৮ম স্টান্ডার্ডে থাকাকালীন যখন তার মা স্কার্ফ পরা শুরু করে জ্যাকব বিদ্বেষমূলক আচরণের শিকার হতে শুরু করে। আপত্তিকর কথাবার্তা ও বন্ধুদের প্রশ্নবাণের মুখেও নিজের ধর্ম আড়াল করেনি। পরক্ষণই সে 'সন্ত্রাসী' ও আরও নানা কটু শব্দবাণে জর্জরিত হতে থাকলো, অধিকন্তু পর্যায়ক্রমে চলতে থাকলো শারীরিক অপমান। একবার তো তাকে জোরজবরদস্তির সাথে লকারে আবদ্ধ করা হলো, এতে সে প্রচণ্ড আঘাত পায়। অরেকবার ধাতব দরজায় হিংস্রভাবে ধাক্কা দেয়ায় তার কণ্ঠাস্থি ভেঙে যায়। এহেন শতাধিকবার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করার পর নভেম্বর ৯, ২০১৭ তারিখে সে স্কুল বাসে গুরুতর আক্রমণের শিকার হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি পর্যন্ত করতে হয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ এহেন শারীরিক ও মৌখিক নির্যাতন-নিষ্পেষণের সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় জ্যাকব নিজেকে স্কুল থেকে ২০১৮-র ২৯ এপ্রিল গুটিয়ে নেয়

৫.৩মানসিক স্বাস্থের ক্ষতি:

ইসলামফোবিয়া শুধু সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা নয়, এটি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে যেসব মুসলিম ব্যক্তি নিয়মিত বৈষম্য, বিদ্বেষমূলক মন্তব্য, সন্দেহ বা আক্রমণের শিকার হন, তাদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি মানসিক চাপ তৈরি হয়। নিচে প্রধান প্রভাবগুলো তুলে ধরা হলো—

*উদ্বেগ ও ভয় (Anxiety & Fear)

ইসলামফোবিয়ার কারণে অনেক মুসলিম জনসমক্ষে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পান।

*বিষণ্নতা (Depression)

বারবার বৈষম্য ও সামাজিক প্রত্যাখ্যান একজন মানুষকে হতাশ ও একাকী করে তোলে।

ফলে দেখা দিতে পারে—

*আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া

জীবনের প্রতি আগ্রহ হারানো

দীর্ঘস্থায়ী দুঃখবোধ

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা

*বিশেষত তরুণ মুসলিমদের মধ্যে পরিচয় সংকট ও হতাশা বাড়তে দেখা যায়।
*আত্মসম্মানবোধ হ্রাস
যখন কাউকে তার ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে “সন্ত্রাসী”, “পশ্চাৎপদ” বা “বিপজ্জনক” হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তখন তার আত্মমর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
অনেকে নিজের ধর্মীয় পরিচয় লুকানোর চেষ্টা করেন।
*ট্রমা ও PTSD
শারীরিক হামলা, ঘৃণামূলক অপরাধ বা মৌখিক সহিংসতার শিকার হলে কিছু মানুষের মধ্যে Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)-এর লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন—
*দুঃস্বপ্ন
হঠাৎ আতঙ্ক
মানুষের উপর আস্থা হারানো
সবসময় বিপদের আশঙ্কা
*শিশু ও কিশোরদের উপর প্রভাব
স্কুলে বুলিং বা বৈষম্যের কারণে মুসলিম শিশুদের মধ্যে—
আত্মবিশ্বাস কমে যায়
পড়াশোনায় মনোযোগ কমে
সামাজিক মেলামেশা এড়িয়ে চলা
মানসিক বিকাশে বাধা
বিশেষ করে হিজাব পরা কিশোরীদের উপর মানসিক চাপ বেশি দেখা যায়।
যুক্তরাজ্যের Muslim Council of Britain ও অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে, ইসলামফোবিয়ার অভিজ্ঞতা মুসলিমদের মধ্যে উদ্বেগ ও বিষণ্নতার হার বাড়ায়।
Pew Research Center-এর বিভিন্ন জরিপে মুসলিমদের উল্লেখযোগ্য অংশ বলেছেন যে তারা ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, যা তাদের মানসিক চাপ বাড়িয়েছে।
Christchurch mosque shootings-এর পর বিশ্বজুড়ে বহু মুসলিমের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল.

৫.৪সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য:

পশ্চিমারা মুসলিমদের ভিন্ন সংস্কৃতি হিসেবে গন্য করে। মুসলিমদের বুঝাতে তারা 'other ' ব্যাবহার করে।

এতে করে সমাজে সম্প্রীতি নষ্ট হয়, অশান্তি বৃদ্ধি পায়। মুসলিমদের মসজিদে হামলা, হিজাব, দাড়ি রাখা, আজান দেয়া, পশু কুরবানি ইত্যাদি আইন করে নিষিদ্ধকরণ করা সহ সামাজিকভাবে কোনঠাসা করে ফেলার চেষ্টা করে হচ্ছে।।

*দাড়ি: উত্তর-পূর্ব জাপানের ইয়েসাসি শহরে সকল কর্মকর্তাদের দাড়ি রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাজিকিস্তান৫৩.৯৮% মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। তাজিকিস্তানে দাড়ি রাখায় দীর্ঘদিনের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্মশ্রুমণ্ডিত ছাত্ররা বঞ্চনার শিকার হয়, বক্তৃতা দেওয়ার অনুমতি পায় না এবং জোর করে দাড়ি মুণ্ডন করা হয়। তাজিকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপুলিশের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দাড়ি-হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৫-১৮ সালের মধ্যে নিয়ম ভঙ্গের কারণে ৬ হাজার শিক্ষককে আদালত শাস্তি দিয়েছে এবং বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন ।

*হিজাব: ২০১১ সালে ইসলামোফোবিয়ার সূতিকাগার ইউরোপ থেকে বেলজিয়াম আওয়াজ তোলে। বোরকা ও নিকাব নিষিদ্ধ করা হয়। ২০১৭ সালে ইরোপিয়া কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস রায় দেয় এ আইন কোনো ধর্মবিরোধী আইন নয়। বুলগেরিয়া ও লাটভিয়া পালে হাওয়া জোগায়। তারাও নিকাব নিষিদ্ধ করে। বুলগেরিয়ায় নিকাব পরিহিতাকে জরিমানা গুণতে হয়। আর লাটভিয়ায় প্রকাশ্যে মাত্র তিনটি নিকাব পড়ার ঘটনা ঘটে। এত অল্প পরিসরে নেকাবের বিস্তৃতি থাকা সত্ত্বেও তারা এ নিয়ে শঙ্কা বোধ করে। অস্ট্রিয়ায় ২০১৭ সালে প্রকাশ্যে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে আইন পাস করে। পরিহিতাকে মাশুল দিতে হবে ১৫০ ইউরো। এরপর যোগ দিল ডেনমার্ক ২০১৮ সালে। গেল। ১১৫ ডলার ধার্য হলো প্রথম বারে হিজাব পরিধানের মাশুল হিসেবে। আর মাশুল না দিয়ে অসম্মতি প্রকাশ করলে গুণতে হবে তার দশগুণ। এবার হালে তাল দিতে চলে এলো নেদারল্যান্ড। স্কুল, হাসপাতাল, গণপরিবহন এবং সরকারি ভবনের মতো পাবলিক প্লেসে হিজাব নিষিদ্ধ করে ২০১৮ সালে। এসব দেশ যদিও রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় হিজাব নিষেধের কোশেশ করেছে। ফ্রান্স সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ

ও জাতীয় সুরক্ষার বুলি আওড়ে সর্ব প্রথম ২০০৪ সালে ধর্মীয় পোশাক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাতিল করে। এরপর ২০১০ সালে নিষিদ্ধ করে নিকাব পরিধান। দেশটির বড় বড় মার্কেট থেকে হিজাব-নিকাব ধরনের পোশাক সরিয়ে ফেলা হয় রাজনৈতিক রোষানলের ভয়ে। ফ্রান্সট ফেনন তার Algeria Unveiled নমক রচনায় ফ্রান্সের আলজেরিয়ান উপনিবেশ থেকে নিকাব মূলোৎপাটনের মাধ্যমে তাদের কালচার থেকে দূরে সরানোর বিবরণ মেলে। লেবানিজ বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম ফ্যাশন ডিজাইনার ২০০৪ সালে মুসলিম নারী সাঁতারুদের আব্রু রক্ষার্থে এক ধরনের বোরকা তৈরি করেন, বাজারে যা বুরকিনি নামে খ্যাত। এতে পর্দার কাজ শতাংশে না হলেও যা হয় তাও বা কম কীসে। এটা মন্দের ভালো। ২০১৬ সালে ফ্রান্সের নগরীগুলো থেকে এ বুরকিনিও নিষিদ্ধ করা হয়।^৯ যা ইসলামোফোবিয়া উস্কে দেয়ার মতো বিষয় বলে গবেষকগণ মনে করেন। কানাডা কাঁধে কাঁধ মেলালো তার কিউবিক রাজ্য দিয়ে। বিল ২১ নামক আইনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে হিজাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরওপ করে। এসব কুপ্রভাব মুসলিম বিশ্বকেও ছাড় দেয়নি। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বা পরিচয় থাক বা না থাক, ওয়েস্ট্রানাইজেশনই যেন আসল পরিচয়। মন তেতো করে দেয়ার মতো, মুখে পুরে দেওয়া সমস্যাটা উগরে ফেলার সাহস, শক্তি আর সদিচ্ছা অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোর নেই। ৯৮ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যার দেশ তাজিকিস্তানে হিজাব নিষিদ্ধের হিড়িক চলছে । হিজাব পরিহিতাদের বিবাহ বিচ্ছেদে বাধ্য করা হচ্ছে। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র সেবা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ^১০

*আজান: ভারতের এলাহাবাদ হাইকোর্টে রায় হয়েছে- মসজিদে মাইকে বা লাউড স্পিকারের মাধ্যমে আজান প্রচার বন্ধে। আজান হতে পারবে মুখে মুখে। মাইকে আজান দিতে হলে আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের পূর্ব অনুমতি লাগবে।^১১ বিনোদনের নামে যাবতীয় উল্লাস ও শব্দদূষণের অনুমতি থাকলেও ধর্মের স্বার্থে উঁচু আওয়াজ ব্যবহার করার অনুমোদন নেই। তবে সব ধর্মের বেলায় এ নিষেধাজ্ঞা সমানভাবে প্রয়োগ হয় না। কেবল ইসলামই এজাতীয় আচরণের প্রধান শিকার।

* মসজিদে হামলা

২০১৯ — নিউজিল্যান্ড (Christchurch Mosque Attack)

Christchurch mosque shootings

Al Noor Mosque এবং Linwood Islamic Centre-এ হামলায় ৫১ জন নিহত হন।

২০১৭ — কানাডা (Quebec Mosque Shooting)
Quebec City mosque shooting
Islamic Cultural Centre of Quebec City-এ বন্দুক হামলায় ৬ জন নিহত হন।

২০২১ — যুক্তরাজ্য (London Central Mosque attack attempt)
লন্ডনের একটি মসজিদে হামলার চেষ্টা ও মুসল্লিদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে।

২০১৬ — যুক্তরাষ্ট্র (Florida Mosque Arson)
ফ্লোরিডার একটি মসজিদে অগ্নিসংযোগ করা হয়, যা ইসলামবিদ্বেষমূলক হামলা হিসেবে আলোচিত হয়।
*পশু জবাই
২০১4 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদি তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ (UPA) সরকারের মাংস রপ্তানি নীতিকে 'গোলাপি বিপ্লব' (Pink Revolution) হিসেবে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ তোলেন যে সরকার কৃষক ও পশুপালকদের বাদ দিয়ে কসাইখানা ও মাংস রপ্তানিকারকদের ভর্তুকি দিচ্ছে। তবে সমালোচকরা এবং লালু প্রসাদ যাদবের মতো বিরোধী নেতারা প্রায়ই মোদি সরকারের এই অবস্থানকে রাজনৈতিক 'দ্বিমুখিতা' বলে আখ্যা দেন।

ভারতীয় সংবিধানের ৪৮ নং অনুচ্ছেদ (Article 48)
ভারতের সংবিধানের ৪৮ নং অনুচ্ছেদটি 'রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি' (Directive Principles of State Policy)-এর অন্তর্ভুক্ত। এর মূল বিষয়গুলো হলো:
কৃষি ও পশুপালন: রাষ্ট্র আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি ও পশুপালনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করবে।
পশু জবাইয়ে নিষেধাজ্ঞা: বিশেষ করে দুগ্ধপ্রদায়ী (Milch) এবং মালবাহী (Draught) পশু যেমন— গাভী, বাছুর এবং অন্যান্য গবাদিপশু জবাই নিষিদ্ধকরণ এবং তাদের বংশবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

আইনি প্রয়োগ: এই অনুচ্ছেদটি সরাসরি কোনো আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়, তবে এর ওপর ভিত্তি করে ভারতের অধিকাংশ রাজ্য (যেমন— উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ) নিজস্ব আইন তৈরি করে গবাদিপশু বা গরু জবাই সম্পূর্ণ বা আংশিক নিষিদ্ধ করেছে।

*গবাদিপশু ও কুরবানি সংক্রান্ত সহিংসতা (Cow Vigilantism)
সংহিসতার ধরন: গবাদিপশু পরিবহন, চামড়া ব্যবসা বা কুরবানির উদ্দেশ্যে গরু কেনাবেচার সন্দেহে মুসলিম এবং দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর একাধিক গণপিটুনি (Lynching) ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

ভারতে গরু জবাই/গরু পাচারকে কেন্দ্র করে আলোচিত মব লিঞ্চিং টাইমলাইন
২০১৫
২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ — দাদরি, উত্তর প্রদেশ
2015 Dadri lynching
মোহাম্মদ আখলাককে গরুর মাংস রাখার গুজবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাটি ভারতজুড়ে "কাউ ভিজিলান্টি" সহিংসতার বড় আলোচনার সূচনা করে।

২০১৬
১৮ মার্চ ২০১৬ — লাতেহার, ঝাড়খণ্ড
দুই মুসলিম গরু ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মজলুম আনসারি ও ইমতিয়াজ খানকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয় বলে মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানায়।
২০১৭
১ এপ্রিল ২০১৭ — আলওয়ার, রাজস্থান
Pehlu Khan lynching
দুগ্ধ খামারি পেহলু খানকে গরু পরিবহনের সময় হামলা করা হয়; পরে তিনি মারা যান। ঘটনাটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে আসে।
মে ২০১৭ — ঝাড়খণ্ডে ধারাবাহিক হামলা
গরু ব্যবসা ও পাচারের অভিযোগে একাধিক মুসলিম ব্যক্তির উপর হামলার ঘটনা ঘটে।

২৯ জুন ২০১৭ — রামগড়, ঝাড়খণ্ড

Alimuddin Ansari lynching

আলিমুদ্দিন আনসারিকে গরুর মাংস বহনের সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

জুন ২০১৭ — জুনায়েদ খান হত্যা

ট্রেনে মুসলিম কিশোর জুনায়েদ খানকে হত্যা করা হয়; ঘটনাটি দেশজুড়ে প্রতিবাদ সৃষ্টি করে এবং প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi প্রকাশ্যে মব সহিংসতার সমালোচনা করেন।

২০১৮

২০ জুলাই ২০১৮ — আলওয়ার, রাজস্থান

Rakbar Khan lynching

রাকবার খানকে গরু পাচারের সন্দেহে মারধর করা হয়; পরে তার মৃত্যু হয়।

ডিসেম্বর ২০১৮ — বুলন্দশহর, উত্তর প্রদেশ

গরু জবাইয়ের গুজবকে কেন্দ্র করে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে; পুলিশ কর্মকর্তা সুবোধ কুমার সিং নিহত হন।

২০১৯

১৭ জুন ২০১৯ — সারাইকেলা, ঝাড়খণ্ড

Tabrez Ansari lynching

তাবরেজ আনসারিকে মারধর ও ধর্মীয় স্লোগান দিতে বাধ্য করার অভিযোগ ওঠে; পরে তিনি মারা যান। ঘটনাটি আন্তর্জাতিক উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

২০২৪

হরিয়ানা

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক সাবির মালিককে গরু-সংক্রান্ত সন্দেহে হত্যা করা হয় বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে আসে।

সামগ্রিক চিত্র

Human Rights Watch-এর ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৫–২০১৮ সময়কালে গরু রক্ষার নামে সংঘটিত হামলায় অন্তত ৪৪ জন নিহত হন, যাদের বেশিরভাগই মুসলিম।

[Human Rights Watch +1]

৫.৫ ইমিগ্রেশন ও শরনার্থীদের উপর প্রভাব:

“ইসলামফোবিয়া” আধুনিক বিশ্বে শুধু ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়; এটি অভিবাসন (Immigration) ও শরণার্থী (Refugee) নীতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে ৯/১১-এর পর পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিম অভিবাসীদের “নিরাপত্তা হুমকি” হিসেবে উপস্থাপন করা শুরু হয়। ^১২

অনেক পশ্চিমা দেশে মুসলিম অভিবাসীদের প্রায়ই সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ বা সামাজিক অস্থিরতার সাথে যুক্ত করা হয়। এর ফলে:

>ভিসা ও ইমিগ্রেশন কঠোর হয়

>সীমান্তে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়

>বিমানবন্দরে “racial profiling” বৃদ্ধি পায়

>বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১-এর পর আরব ও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে নজরদারি ও কড়াকড়ি বাড়ানো হয়েছিল।

*. শরণার্থীদের আশ্রয় পাওয়ার সুযোগ কমে যাওয়া

সিরিয়া, আফগানিস্তান, ইরাকসহ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকে আসা শরণার্থীদের অনেক দেশে সন্দেহের চোখে দেখা হয়।

এর ফলে:

>আশ্রয় আবেদন বাতিলের হার বাড়ে

>সীমান্ত বন্ধ বা কোটা কমানো হয়

>দীর্ঘ সময় ক্যাম্পে আটকে থাকতে হয়

>কিছু রাজনৈতিক দল মুসলিম শরণার্থীদের “সংস্কৃতিগত হুমকি” হিসেবেও উপস্থাপন করে।

*. সমাজে বৈষম্য ও একঘরে হয়ে পড়া

অভিবাসী মুসলিমরা প্রায়ই:

>চাকরি পেতে সমস্যায় পড়ে

>বাসা ভাড়া পেতে বৈষম্যের শিকার হয়

>স্কুল ও কর্মক্ষেত্রে বিদ্বেষের মুখোমুখি হয়
>ফলে তারা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং “outsider” হিসেবে চিহ্নিত হয়।
*মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি
ক্রমাগত সন্দেহ, ঘৃণা ও বৈষম্যের কারণে অনেক মুসলিম অভিবাসী:
উদ্বেগ (anxiety)
হতাশা (depression)
নিরাপত্তাহীনতা

* রাজনৈতিকভাবে ইসলামফোবিয়ার ব্যবহার
অনেক দেশে অভিবাসনবিরোধী রাজনীতি শক্তিশালী করতে ইসলামফোবিয়াকে ব্যবহার করা হয়।
উদাহরণ:
মুসলিম অভিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা
“দেশের সংস্কৃতি নষ্ট হবে” ধরনের বক্তব্য
সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার দাবি
সাম্প্রতিক কিছু প্রতিবেদনে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে অভিবাসনবিরোধী বক্তব্য ইসলামফোবিয়া বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত।

বাস্তব উদাহরণ
যুক্তরাষ্ট্র: “Muslim Ban” নীতির মাধ্যমে কয়েকটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।
ইউরোপ: সিরিয়ান শরণার্থী সংকটের সময় অনেক দেশে মুসলিম শরণার্থীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা যায়।
ইসলামফোবিয়া শুধু ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়; এটি অভিবাসন নীতি, শরণার্থী অধিকার, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং মানবাধিকারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মুসলিম অভিবাসীদের অনেক সময় “মানুষ” হিসেবে নয়, বরং “ঝুঁকি” হিসেবে উপস্থাপন করা হয়—যা বৈষম্য ও সামাজিক বিভাজন আরও বাড়িয়ে তোলে।

৫.৬. অনান্য ধর্মাবলম্বিদের উপর প্রভাব

ইসলামফোবিয়া শুধু মুসলিমদের উপরই নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যখন কোনো একটি ধর্মকে ভয়, সন্দেহ বা ঘৃণার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, তখন সমাজে সামগ্রিক ধর্মীয় সহনশীলতা কমে যায় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এর ফলে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট হয় এবং "আমরা বনাম তারা" ধরনের বিভাজনমূলক মানসিকতা গড়ে ওঠে। অনেক সময় শিখ, আরব খ্রিস্টান বা দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও মুসলিম মনে করে বৈষম্য ও হামলার শিকার হন, যা প্রমাণ করে ইসলামফোবিয়া কেবল ধর্মীয় নয়, বরং বৃহত্তর জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বিদ্বেষেও রূপ নিতে পারে। এছাড়া এ ধরনের বিদ্বেষমূলক পরিবেশ গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে দুর্বল করে এবং সমাজে সহিংসতা, অসহিষ্ণুতা ও সামাজিক মেরুকরণ বৃদ্ধি করে। ফলে শেষ পর্যন্ত সব ধর্মের মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার হয়।

অধ্যায় ৬: ইসলামফোবিয়ার মোকাবেলায় ইসলাম

পশ্চিমারা ইসলামের জিহাদের বিধানকে হিংস্রতা বলে প্রচার করে, ইসলাম কে তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত এবং নবীজিকে যুদ্ধবাজ(নাউজুবিল্লাহ) - এমন অভিযোগ আনয়ন করে। এভাবে ইসলাম কে তারা বর্বর হিসেবে উপস্থাপন করে এবং ইসলামের গ্রহনযোগতা কে বাধাগ্রস্ত করতে অপচেষ্টা চালায়।

ইসলাম শান্তি, শৃঙ্খলা, মধপন্থি মাজহাব। কঠোরতা, গোড়ামি, হুলস্থুল কর্মযজ্ঞের সাথে ইসলামের সম্পর্ক তেমন যেমন আধারের সাথে আলোর, দিনের সাথে রাতের, এবং সত্যের সাথে মিথ্যা

নবীজির প্রতি অপবাদের প্রতি ওলামা কেরামগন জবাবা দিয়েছেন

হিন্দুস্থানে আল্লামা শিবলী নু'মানী 'সিরাতন্নাবী' লিখে পয়গম্বরে ইসলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানবিক বৈশিষ্ট্য এবং চিন্তার ব্যাপকতা সাব্যস্ত করেছিলেন। স্যার সৈয়দ রহ. ও যুগের বদনাম এবং উইলিয়াম ম্যরের সিরাতন্নাবীর ওপর করা কতক আপত্তির জবাব দিয়েছেন। অন্যান্য মুফাক্কিরে ইসলামরাও ইসলামের ওপর আরওপিত বিশেষত 'ইসলাম তরবারির জোরে পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়েছে' অভিযোগের প্রশান্ত জবাব দিয়ে একথা স্পষ্ট করেছেন যে, ইসলাম তার প্রকাশকাল থেকেই শান্তির মাযহাব ছিল।

অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা:

"আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে (পূজা করে), তোমরা তাদের গালি দিও না..." (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১০৮)।

সৃষ্টির প্রতি দয়া:

"তোমরা জমিনের অধিবাসীদের (তা সে যেকোনো মানুষ বা জীব হোক) প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানের মালিক (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন" (সুনানে তিরমিজী, হাদিস: ১৯২৪)।

শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা:

"প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মানুষেরা নিরাপদ থাকে" (সহীহ বুখারী, হাদিস: ১০)।

প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতি

"সে ব্যক্তি মোমিন নয়, যে পেট পুরে খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে" (সুনানে বায়হাকী)। (এখানে প্রতিবেশী মুসলিম বা অমুসলিম যেকোনো মানুষ হতে পারে)।

আদি পিতা এক:

"তোমরা সবাই আদম সন্তান, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে" (জামে তিরমিজী)।

পৃথিবী অবগত আছে যে, মক্কা মুকাররমা যেখান থেকে ইসলামের রবি বিস্তৃতির পর থেকে খ্রিস্টানবিশ্ব ধর্মের নামে সাত সাতটি ক্রুসেড চাপিয়ে দেয়। সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবির নেতৃত্বে বিজয়ের মাধ্যমে সেই ধারার সমাপ্তি ঘটে। সেসময় নবই লুই মুসলমানদের হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে পশ্চিমাদের উপদেশ দেয়,' যদি তোমারা মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করতে চাও তবে তোমরা যোদ্ধা তৈরির পরিবর্তে তাদের আক্বিদার উপর আঘাত করো, যাতে করে তাদের ভবিষ্যত বংশধররা পাকা ফলের মতো তোমাদের ঝুড়িতে এসে পড়ে।'

ইসলামের প্রথম রবি মক্কা- মুকাররমার যেখন থেকে বিকরিত হয়েছিল তখন তরবারি মুহম্মদ(সা:) এর হাতে নয়, ছিল তাঁকে অমান্যকারীদের হাতে। যারা নবীজির উপর যুদ্ধের তকমা লাগায় তারা এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বিকার করে যে ৫৩ বছরের জীবনে নবীজি কখনো তরবারি হাতে নেন নি, কিন্তু তখন আরব সংস্কৃতিতে যুদ্ধ - বিগ্রহ লেগেই থাকতো।

দীর্ঘ ১৩ বছরের মক্কী জীবনে মুসলিমরা কাফেরদের অত্যাচার - নির্যাতন নীরবে সহ্য করেছে। এরপর ও ইসলামের দাওয়াত- প্রচার বন্ধ করেন নি। এরপর মদিনায় অবস্থানকালে নবীজি যেসব যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়েছেন সেখানে তারা পতিদ্বন্দি ছিলেন। আর যখন নবীজি যুদ্ধের ময়দানে আগমন করেন তখন যুদ্ধকে ইদাবাত বানিয়ে নেন। কঠোর যুদ্ধনীতি প্রনয়ন করেন। কোনো নারী,শিশু, দুর্বল ও বৃদ্ধকে আঘাত হানা যাবেনা। যারা সন্ধি করতে চায় তাদের সন্ধি কবুল করে নাও। যারা যুদ্ধের জন্য উন্মুখ শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করো।

নবিয়ে রহমত সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাখ্যা করেন যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝে নাও। এটা না গণিমতের সম্পদ লাভের জন্য; আর না সক্ষমতা অর্জনের। কুরআনে জিহাদের উদ্দেশ্য এমন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে একদলকে অপর দলের মাধ্যমে দমন না করতেন; তাহলে পাদ্রীদের খানকা, ইহুদি এবং নাসারাদের উপাসনালয় এবং মুসলমানদের মসজিদ: যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, সবই ধ্বংস হয়ে যেতো। এজন্যই জোর গলায় এই দাবি উত্থাপন করা যায় যে, মুসলমানরা যেখানেই তরবারি উত্তোলন করুক না কেন; তাদের উদ্দেশ্য কেবলই নিজেদের এবং মজলুমদের তরফ থেকে প্রতিরোধই ছিল। অমুসলিমদের জোরপূর্বক ইসলামে দিক্ষিত করা মোটেই নয়। এমন একটি পরিবেশ গড়ার ইচ্ছে ছিল, যেখানে সমূহ মতবাদ অক্ষুণ্ণ থাকবে। এবং সেসব ধর্মানুসারীরা কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নিজেদের ধর্মীয় বিধান নির্বিঘ্নে পালন করতে পারবে। রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা জীবনই বিশ্ববাসীর সামনে রয়েছে। যেখান থেকে এমন একটা উদাহরণও দেয়া যাবে না যে, কাউকে ইমান আনতে জবরদস্তি করা হয়েছে। কারণ এটাই, মুসলমানদের অনেক নিকটাত্মীয়দের মৃত্যুও কুফর অবস্থাতেই হয়েছে।

বদর প্রান্তরে ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদর ছিল মদিনা থেকে ২৩ মাইল দূরে। মদিনা থেকে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে মক্কার কাফের রা সেখানে পৌছে। দ্বিতীয় যুদ্ধ উহুদ। উহুদ প্রান্ত মদিনা থেকে ১২ মাইল দূরে। সেই যুদ্ধের সুচনা ও মক্কার কাফেররাই করেছিল

তৃতীয় যুদ্ধ গাজওয়ায়ে আহযাব। যেই যুদ্ধে ইসলামের দুশমনরা মদিনা অবরোধ করে রেখেছিল।

এই তিনটি যুদ্ধ প্রমান করে আক্রমনকারীরা মুসলমান নয় বরং তাদের প্রতিপক্ষ ছিল।

মদিনায় মুসলিমরা যখন প্রথম শক্তি অর্জন করে তখন মক্কায় হজ্জ পালনের ইচ্ছা করেন। কিন্তু মক্কার কাফেররা প্রবেশের অনুমতি দেয়নি, বরং একবছরের শর্ত জুড়ে দেন। তারা চাইলেই বাহুর বলে মক্কায় প্রবেশ করতে পারতেন কিন্যু নবীজি (সা:) শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সব শর্ত মেনে নেন

হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শঙ্খলাপ্রীতির এরচেয়েও বড়ো দৃষ্টান্ত হলো সে সময়ের; যখন হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের বিরাট সৈন্যবাহিনীর সাথে বিজয়ীর বেশে নিজের পুরনো ভূমি মক্কায় প্রবেশ করেন। তো, যারা তাকে মক্কা থেকে বের করেছিল। তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। যুদ্ধ এবং রক্তপাত তো দূরের কথা; ইসলামের কোনো শত্রুরই গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। তাদের জীবন এবং ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকে। এর থেকে বেশি ইসলামের নিরাপত্তাপ্রীতি এবং নবি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মানবিক সম্মাননা প্রদানের দলিল, আর কিই-বা হতে পারে! বর্তমান ইসলামি বিশ্বের মানচিত্রে যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়; তাইলেই জানা যাবে যে, সেখানকার কিছু অঞ্চল এমন রয়েছে যে, যেখানে কখনোই মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করেনি। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ এবং আফ্রিকার অনেক ভূখণ্ডেই আরব বণিক এবং উলামায়ে কেরামদের মাধ্যমে ইসলামের আলো পৌঁছে। হিন্দুস্তানের দিকে এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে; যেখানে সর্বপ্রথম সুফিরাই তাদের তাঁবু স্থাপন করেন। এবং চারিত্রিক তেজস্বীতায় মানুষের দিল জয় করে নেন। হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী, খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী এবং মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরীদের হাতে লাখো মানুষ ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। এই অন্তরজয়ী কাফেলা মানুষদের মুহাব্বতকারী তরবারি দিয়ে কাবু করার বিদ্যা জানতেন।

আজকাল ইউরোপ,আমেরিকায় ইসলাম গ্রহনের যে প্রবাহ চলমান তার নৈপথ্যে কোনো শক্তি বা জুলুম কি প্রক্রিয়াশীল? এটি ইসলামের নীতিশ্রদ্ধ ও চিন্তাশক্তির ঝলক। বিগত কয়েক বছরে আমেরিকায় ২০,০০০ এর অধিক সৈন্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলামের সৌন্দর্য যতটুকু বিকশিত হচ্ছে,মানুষ ঠিক তেমন ই ইসলামের দিকে ঝুকছে।

অধ্যায় ৭: ইসলামোফোবিয়ার মোকাবেলায় মুসলিমবিশ্বের করণীয়

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمور

(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও জীবনের ব্যাপারে (আরও) পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা 'আহলে কিতাব' ও 'মুশরিক' উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই এটা অতি বড় হিম্মতের কাজ (যা তোমাদের অবলম্বন করতেই হবে)। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৬]

আমেরিকান ও পশ্চিমাদের অন্তরে ইসলাম কোনো ধর্ম নয়, আমেরিকার জন্য তা বিপত্তিকর আর মুসলমানদের আমেরিকার সাথে কোনো সম্পৃক্ততা নেই। প্রচার-প্রচারণায় এসব চিত্রিত করে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে জনমনে ভীতির সঞ্চার করাই ইসলামোফোবিয়ার অন্তরালের তত্ত্ব। আমেরিকার হাসপাতালগুলোতে কি কোনো মুসলমান চিকিৎসক নেই? কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কি বিদ্যমান যেখানে মুসলমান অধ্যাপক পাঠদান করেন না? মুসলমান প্রকৌশলী ব্যতীত কোনো স্বয়ংক্রিয় শিল্পকারখানা কি চলমান? তালিকা তো পাওয়াই যায়। হাসপাতালে আমেরিকান অমুসলিম সহকর্মীরা মুসলিম সহকর্মীর হাতে তাদের জীবন ন্যস্ত করে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত করে বাচ্চাদের মেধা-মনন গঠনের দায়িত্ব, তাদের সম্পদ ও যন্ত্রপাতি ন্যস্ত করে সয়ংক্রিয় শিল্পকারখানাগুলোতে। মুসলমানরা কি কোনো জীবন ধ্বংস করেছিল বা শিল্পাঙ্গনে কি করেছিল কোনো নাশকতা কিংবা তাদের শিক্ষানবিশদের মনন কি করেছিল কলুষিত! এটি হালের কোনো অনুযোগ নয়; বরং প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এক তুরুপের তাস। নুহ আ.-এর সময়কাল থেকে বিশ্বনবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমসাময়িকরা তাদের বিরুদ্ধে সমাজে বিষবাষ্প ছড়ানোর নানা অভিযোগ এনেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাদের দমনে গ্রহণ করেছে নানা ষড়যন্ত্র আর সুদৃঢ় পদক্ষেপ। এমনকি তাদের অনেকে নির্যাতিত,নিপীড়িত হয়ে পান করে শাহাদাতের অমীয় সুধা। প্রেক্ষাপট তো বলা হলো। ইসলামোফোবিয়ার বীজ যারা ছড়িয়ে চলছে তাদের সাথে আমাদের আচরণ এবার আসুন আমেরিকান সহকর্মীদের হৃদয়ে ইসলামের

প্রতি কেমন হওয়া উচিত? এ বিষয়ে শরিয়তে ঐশী ও নববি কোন আলোকচ্ছটা আছে কি না- সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক! উত্তর প্রদানের পূর্বে এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সমাধানই শ্রেষ্ঠ সমাধান। যা সর্বজনীন নির্দেশনা এবং মানবজীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। সূরা আলে ইমরানের ১৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইসলামোফোবিয়ার সাথে আচরণের নমুনা তুলে ধরেছেন। আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম জাতি পরীক্ষিত হবে সম্পদ ও জীবনের ক্ষেত্রে এবং তাদের কর্ণকুহর জর্জরিত হবে কতিপয় অমুসলিমদের কর্কশ বাক্যবাণে। আর সাথে প্রদত্ত হয়েছে তা মোকাবিলার স্বরূপ। নির্দেশনার বিবরণ আয়াত অনুযায়ী নিঃসন্দেহে আমরা বর্তমান মুসলিম, পূর্ববর্তী মুসলিম ও অনাগত মুসলিম জাতি কতিপয় অমুসলির দ্বারা মৌখিকভাবে নিগৃহীত হবে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আমাদের দুটি বিষয় আমলে নিতে হবে

১. তাসবিরু (তোমরা ধৈর্য ধারণ কর)
২. তাত্তাকু (তোমরা খোদাভীতি অর্জন কর)

ধৈর্য ধারণ করা, নিষ্ক্রিয়তা নির্দেশ করে না। বরং তা বুঝায় সংবেদনশীল ও উত্তেজিত না হয়ে বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা-হেকমতের সাথে ঐ অভিযোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা। আর 'খোদা ভীতি অর্জন করা'র অর্থ কেউ যদি ধরে নেয় যে, আল্লাহ তায়ালার ভয়ে তার নির্দেশাবলি মান্য করে চলা অর্থাৎ সবর তথা ধৈর্য ধারণ করা তাহলেও আমি দ্বিমত হবো না। তবে এ ক্ষেত্রে আমার নিকট 'খোদাভীতি অর্জন করা' বলতে ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোর দ্বারা এবং আমাদের অমুসলিম সহকর্মীদের তা শিক্ষা লাভের দ্বারা যেসব অনিষ্ট আমাদের জেঁকে ধরতে পারে তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা।

১. আপনার সম্পত্তি: আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে আমরা সম্পদের ব্যাপারে পরীক্ষিত হবো। সম্পদ ব্যয় ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ব্যয় বলে গণ্য হবে।

২. ইসলামোফোবিয়া নিরসন কল্পে শারীরিকভাবে কোনো /অংশগ্রহণ, এটাও উল্লিখিত আয়াতের অংশ (আর তোমাদের জীবনও পরীক্ষিত হবে)

৩. নাগরিক অধিকারমূলক সংগঠন আরও বিভিন্ন সংস্থায় স্থানীয় বা জাতীয়ভাবে আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব থাকে। সাংবিধানিক অধিকারের ওপর ভিত্তি করে বৈষম্য

দূর করতে আমাদের এ বন্ধুত্বকে কাজে লাগাতে হবে। কার্যকর সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বুদ্ধিমত্তার সাথে ইসলামোফোবিয়ার মোকাবিলা করলে ইনশাআল্লাহ নিশ্চিতভাবে আমরা আনন্দদায়ক ফলাফল পাবো। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী চমকপ্রদ সব উপমায় ঠাঁসা।

মক্কায় কী পরিমাণ লোককে তার কথা শোনা, তার নিকট গমন করা, এমনকি তার সাথে কথা বলার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছে? কত আরব যে নবিজীকে হত্যা করার প্রয়াস চালিয়েছে অথচ পরবর্তীতে তারা মুসলমান হয়েছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যারা মিথ্যাচার করে বেড়ায় তাদের নিজস্ব এজেন্ডা রয়েছে। আর তারা সর্বদা মুসলমানদের ফাঁদে ফেলার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। আমাদের বিচক্ষণতার সাথে সব অনিষ্টকর ফাঁদ থেকে বাঁচতে হবে। ইসলামোফোবিয়া-ঘৃণার বীজ বপনকারী এবং কুরআন মাজিদ অগ্নিদাহকারীদের জন্য আমাদের দোয়া থাকবে। তাদের বংশধরদের মধ্যে শুধু ইসলামের সমর্থকই নয় রবং ইসলামের ঝাণ্ডাবাহীও জন্মগ্রহণ করুক-এই দোয়া করি সর্বদা। আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, 'ভালো-মন্দ সমান হতে পারে না, মন্দকে উত্তমতা দিয়ে প্রতিহত করো। তুমি প্রত্যক্ষ করবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে-ই তোমার নিকটতম বন্ধুতে পরিণত হবে।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ অর্থ" :ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।] "সূরা ফুসসিলাত আয়াত ৩৪....

' এছাড়াও সমাজের প্রতিকূল পরিস্থিতি ও ইসলাম-বিরোধী মনোভাব প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদের প্রয়োজন উন্নত কৌশল প্রণয়ন। মুসলমানরা যা কিছু করুক আর বলুক না কেন, নিন্দুকেরা তাতেই নিন্দার মশলাপাতি খুঁজে নেবে- 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'। বস্তুত এতো কুরআনেরই সরিষাদ্বাণী। মুসলমানদের সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে শয়তান সর্বদা ওঁৎ পেতে থাকবে, নিরপেক্ষদের মনে ধর্মীয় বাণী নিয়ে সন্দেহের বীজ ছড়িয়ে দিতে সর্বদা থাকবে সচেষ্ট। তাই মুসলমান হিসেবে আমাদের করা-বলার সাথে সাথে বিরোধিতা প্রতিহত করার সওদাও জুগিয়ে রাখতে হবে। বিদ্বেষীদের প্রত্যুত্তর দেয়ার চেয়ে বরং মুসলিম সংগঠনগুলোর স্কুল, কর্ম

মসজিদগুলোতে জনবল নিয়ে তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রয়াস গড়ে তোলা উচিত যেখানে তারা ইসলাম সম্বন্ধে বিষোদগার ছড়ানো কথাগুলোর সমাধান খুঁজে ফিরবে। মুসলমানদের সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে বেশি বেশি অংশ নিতে হবে যা আমেরিকান জনগণ টিভিতে মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ, সামান্যতেই প্রলয়কাণ্ড ঘটানোর নায়ক হিসেবে মুসলমানদের চিত্রায়ণের বিকল্প রূপ জনসমক্ষে দেখতে পাবে। মানব সম্বন্ধীয় ও মানবতামুখী প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইসলামের মহৎ রূপ জনগণের সামনে তুলে ধরাই হবে হাল আমলের সর্বোত্তম বিনিয়োগ। এছাড়াও ইসলামোফোবিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিম্নোক্ত বিষয়কে সামনে রেখে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন- দাওয়াতের ফরযিয়্যাত আদায়: সব নবি আলাইহিমুস সালামদের আল্লাহর দিকে আহ্বানের হুকুম দেয়া হয়েছে। শেষ নবি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন-

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مَنِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا

"হে নবি! আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে প্রেরণ করেছি। সুসংবাদ প্রদানকারী হিসেবে। এবং প্রদীপ্ত চেরাগ হিসেবে।"এবং ভীতিপ্রদর্শক হিসেবে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের প্রতি দায়ী "[সুরা আহযাব,আয়াত ৪৫,৪৬]

এর পাশাপাশি উম্মাতে মুসলিমার প্রত্যেকটা সদস্যকে এই গুরুদায়িত্বের উপযুক্ত জ্ঞান করা হয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ; যাদের মানুষের হেদায়েত এবং এসলাহের জন্য মাঠে নামানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করো, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো, এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখ। [সুরা আলে ইমরান,আয়াত ১১০]

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, মুসলিম উম্মাহ সৎকাজের আদেশ প্রদান এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ প্রদানের শর্তেই শ্রেষ্ঠ উম্মত। এবং প্রত্যেকটা মুসলমানকে আল্লাহর দিকে আহ্বানের ফরযিয়্যাতকে আঞ্জাম দেয়ার জন্য দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে। এটা শুধু কিছু বিশেষ মানুষ, সংগঠন, দল এবং আলেমদের কাজ নয়; বরং উম্মতে মুসলিমার আওতাভুক্ত সকলেরই দায়িত্ব-

"আপনি তাদের পরিষ্কার বলে দিন যে, আমার পথ তো এটাই আমি আল্লাহর দিকে ডাকি। আমি নিজেও পূর্ণ আলোয় আমার পথ দেখতে পাই। এবং আমার সঙ্গীরাও। এবং আল্লাহ পবিত্র এবং মুশরিকদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।[সুরা ইউসুফ, আয়াত ১০৮]

বর্তমানে দাওয়াত ইলাল্লাহর ফায়দা এবং গুরুত্ব আগ থেকে বহুগুণ বেড়ে গেছে। কেননা পূর্ব-পশ্চিমে সত্যানুসন্ধানীরা সঠিক পথ নির্ণয়ে হতাশায় ভোগেন। কিন্তু তাদের দোরগোড়ায় সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়ার মতো কেউ নেই। মুসলিমরা দাওয়াত ইলাল্লাহর ফরযিয়্যাতের সাথে উদাসীনতার আচরণ করছে। এখন সময় এসেছে সমগ্র মুসলমান মিলে এই পুণ্যকর্মের আঞ্জামে মেধা-শ্রম-মন দিয়ে পুরোদমে লেগে যাবে।

অধ্যায় ৮ ইসলামোফোবিয়া মোকাবেলার পদ্ধতি

*ইসলামফোবিয়ার মোকাবেলায় ইসলামফোবিয়া

ইউরোপে ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ ও মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে সংঘটিত অসৌজন্যমূলক ও অবমাননাকর ঘটনাবলির বিস্তারে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল অমুসলিমরা ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং ইউরোপে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। ঠিক যেভাবে মুসলিমবিশ্ব থেকে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হওয়ার পর প্রাচ্য ও পশ্চিমের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক স্থাপন, ইসলাম গবেষকদের স্বীকৃতি ও পশ্চিমাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে ইউরোপে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহর অনুগ্রহ পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা, ইসলামি জীবনব্যবস্থা ও ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার পরিমাণ বেড়েছে। পশ্চিমাদের বৈরী মনোভবের কারণে পশ্চিমা সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন মানুষের ভেতর ইসলামের ব্যাপারে কৌতুহল বেড়েছে। কেননা তারা এখন পশ্চিমা বিশ্বের ইসলামবিরোধিতার কারণ জানতে আগ্রহী। ফলে তারা পশ্চিমা সভ্যতার প্রতারণা ও চাতুর্য সম্পর্কে জেনে যাচ্ছে। একইসঙ্গে তাদের সামনে পশ্চিমাদের সভ্যতার জনক ও পথপ্রদর্শক এবং মানবাধিকার, মুক্তচিন্তা ও সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার দাবির বাস্তবতাও স্পষ্ট হচ্ছে। বিপরীতে তাদের সামনে ইসলামের স্বরূপ উন্মোচিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে শত্রুর ঘরে ইসলামের পক্ষে আওয়াজ উঁচু হচ্ছে। বহু নওমুসলিমের স্বীকার করেছেন তারা ইসলামি জীবনপ্রণালী দ্বারা প্রভাবিত। ইসলামি জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করে তারা সুখ, স্বস্তি ও সৌভাগ্য লাভ করেছে, ইসলাম তাদের পারস্পরিক আস্থা ও মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান করতে শিখিয়েছে এবং ইসলামবিরোধী প্রচার-প্রচারণার কারণে তাদের মনে যেসব সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হয়ে গেছে। এসব নওমুসলিমদের অনেকেই পরে ইসলামের একনিষ্ঠ প্রচারক হয়েছেন, ইসলামের সেবায় ও ইসলাম রক্ষায় নিজের জীবনোৎসর্গ করেছেন। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ আসাদ ও মারিয়াম জামিলার নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যারা পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্ধকার প্রকাশ করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে এইতালিকা আরও দীর্ঘ হয়। তাদের সঙ্গে যুক্ত হন রজা জারুদি, মরিস বুকাইলি, মুরাদ হফম্যান, ইউসুফ ইসলাম প্রমুখ। এসব প্রাজ্ঞ মানুষ শুধু আনুষ্ঠানিক ইসলাম গ্রহণ করেননি; বরং ইসলাম ও ইসলামি জীবন নিয়ে দীর্ঘ অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা লাভের পর

পরিতৃপ্ত হয়েই তারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেদের জীবন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন। এক সময় মুসলিমরাই বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইসলাম রক্ষায় কাজ করতো, পরবর্তী এমন সব লোক এ দলে শামিল হয় যারা খুব কাছ থেকে পশ্চিমা সভ্যতা দেখেছেন এবং পোড় খাওয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। যারা পশ্চিমা সমাজের নাস্তিক ও আস্তিক উভয় ধারা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। এরপর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে পশ্চিমা সমাজের ধ্বংসযাত্রা নিয়ে মুখ খুলেছেন, ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। যা বহু মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের প্রভাবিত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। এ বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও আন্দোলনের ফলে পুরো পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ ও উগ্র মতাদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার অপবাদ সত্ত্বেও ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা দিনদিন বাড়ছে। স্বয়ং ইউরোপে ইসলাম ও মুসলমানের ইতিহাস পাঠের আগ্রহ বেড়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদে জানা যায়, ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচারণ ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যেমন ডেনমার্কে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের পর সে দেশে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী পাঠ বেড়ে যায়। একপর্যায়ে ডাচ ভাষায় প্রকাশিত সিরাতের বইয়ের সংকট তৈরি হয় এবং বহু অমুসলিম তখন মুসলিম হয়। এমন বহু দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া যাবে- যা প্রমাণ করে ইসলাম বিরোধিতাই সব সময় ইসলামের অগ্রযাত্রার কারণ হয়েছে। মহান আল্লাহ যেন এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন,
'হয়তো তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করবে এবং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ২১৬)

আশাব্যঞ্জক এই চিত্র আমাদের একটি নতুন কর্মপন্থার নির্দেশনা দেয়। তা হলো হামলার বিপরীতে হামলা, আক্রমণের পাল্টা আক্রমণ গ্রহণযোগ্য নয়। এতে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যই কেবল খর্ব হয়। প্রত্যক্ষ আক্রমণ, আঘাত ও সমালোচনার উত্তরে প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তর, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ, শান্তিপূর্ণ আলোচনা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহনশীলতাই সময়ের শিক্ষা ও দাবি। এর উদ্যেগে একটি আন্তঃধর্ম সম্মেলন হয়েছে। তাতে মুসলিম, ইহুদি, শান্তি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতির সুফল এখন স্পষ্ট। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে 'আসনা'-খ্রিস্টান, শিখ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা অংশগ্রহণ করেছে। অংশগ্রহণকারী সবাই একমত হয়েছে যে, ইসলামের নামে সব ধরনের অপপ্রচার বন্ধ

করা হোক। কেননা ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। সুতরাং ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও কঠোরতার কারণে অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় সমালোচনা করা যাবে না। শান্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক নানামুখী প্রচেষ্টার কারণে ইউরোপীয় সমাজের বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতদের অনেকে ইসলাম, মুসলমান ও মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নগ্ন আঘাতের সমালোচনা করছেন এবং তারা স্বজাতির এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন। যেমন পাদ্রী টেরি জনস কুরআনের কপি পোড়ানোর ঘোষণা দেয়ার পর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছিলেন, 'এমন আক্রমণাত্মক কাজ প্রান্তিকতা বৃদ্ধি করবে এবং চরমপন্থা মাথাচাড়া দেবে। সব ধর্মের প্রতি সম্মান করা এবং যারা ঘৃণা ও শত্রুতা ছড়িয়ে দিতে চায় তাদের নিন্দাজ্ঞাপন করা উচিত।' অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা শুধু ওবামা বলেননি; বরং যারাই উদার মনে ইসলাম-সমালোচনা ও তার পরিণতি নিয়ে চিন্তা করেছে, তারাই সব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বলেছেন। তারা ইসলামভীতির বিরুদ্ধে সরব। ইসলামের ওপর নগ্ন হামলার আরেকটি কল্যাণকর দিক হলো এতে মুসলমানের আত্মমর্যাদা, আত্মরক্ষার চিন্তা ও দ্বিনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। ভারতবর্ষের কিছু সংগঠন ও ব্যক্তি অমুসলিম বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতদের মধ্যে পবিত্র কুরআনের তরজমা ও মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী গ্রন্থ বিতরণ করার পর ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। ইসলাম তার অনুসারীদের ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও ক্ষমার শিক্ষা দেয়, অবিচারের বিপরীতে সুবিচার এবং বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে শান্তি ও শৃঙ্খলার নির্দেশ দেয়। মোটকথা পরিবর্তিত পথিবীতে বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সহনশীল পদ্ধতিতে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই।

*প্রচারমাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার

যাচাই ছাড়া সব কথা প্রচার করার নিষেধাজ্ঞা

সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ৬: "হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করে বসো..." [৪৯:৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ বাংলা অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাই না করে) তাই বলে বেড়ায়।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস: ৫)

ইসলামের বাস্তবিক ছবি বিকৃতকরণে মিডিয়া ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম-দুশমন মিডিয়া এবং ইসলাম প্রশ্নে আপত্তিকারীরা বিষোদগারী কথাবার্তা এবং বয়ান দেয়ার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করেন না। পশ্চিমা এবং ইউরোপের লোকদের মিডিয়া ইসলামের মূর্খ লোক এবং পথভ্রষ্ট আখ্যা দেয়। ওপরদিকে ওখানকার লোকদের ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে; তারা হয়তো সেটা সংবাদপত্রের কল্যাণে অর্জন করেছে অথবা টিভির মধ্যমে। আর এই মাধ্যমটি ইসলামের সবচে বিকৃত চিত্র সর্বদা জনগণের সামনে পরিবেশন করে। zou gov-এর এক জরিপানুযায়ী ওখানকার শতকরা ৫৭শতাংশ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে এবং শতকরা ৪১ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করে। এরই ধারাবাহিকতায় মিডিয়াকে সংবেদনশীল এবং গুরুতর হওয়া উচিত। এবং মুসলিমদের হেকমতকে মিডিয়ায় ভালো পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে হলেও ফলাও করে প্রচার করা উচিত। এটা শুধু দেখানোর জন্যই না; বরং দাওয়াতি কাজের জন্যই এটা এখন সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি হয়ে উঠেছে।

*চিন্তাগত প্রস্তুতি

আমরা পশ্চিমাদের বলি না যে, আপনারা ইসলাম, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কুরআন এবং ইসলামি সভ্যতার ওপর শাস্ত্রীয় সুতার ভিত্তিতে সমালোচনা করবেন না! বরং আমাদের আকাঙ্ক্ষা তো এটাই যে, বাজারি জবানে ভিত্তিহীন আপত্তি এবং প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যা অপবাদ আরওপ করা থেকে বিরত থাকেন। প্রফেসার খুর্শিদ আহমদের ভাষ্য- ইসলাম উপস্থাপনে তারা ব্যাপকভাবে কুসংস্কার, প্রান্তিকতা এবং অবৈজ্ঞানিক পন্থাবলম্বন করেছে। ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা ভ্রান্ত, অপূর্ণাঙ্গ এবং ওভারস্টেটেডেই গন্ডিবদ্ধ। তাদের এই অধিকার আছে যে, তারা ইসলামের সমালোচনা করবে। কিন্তু সেটা অবশ্যই পছন্দনীয়, নির্ভরযোগ্য, গভীর এবং ওজনদার পন্থায়।^ ১৩

কিন্তু মুসলমানদেরও জবাব দেয়ার জন্য রেওয়ায়াতি তরিকা পরিহার করে এক নতুন ভাষাভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসা চাই। তাদের আপত্তিসমূহ, অপবাদ এবং ইসলামের নবি আলাইহিস সালামদের জীবনের ওপর করা আক্রমণের জবাবে কিছু প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ কোনো সমাধান নয়। আর না জযবাতি হয়ে কোনো কিছু করা। এবং রাগান্বিত হয়ে আঘাতের বদলে আঘাত করে জবাব প্রদান; ইসলামের কোনোরূপ কল্যাণই বয়ে আনবে না। বরং ইলমি এবং চৈন্তিক ভুবন চষে উত্তম তরিকায় জবাব প্রদানই কাম্য। ইসলামের প্রোজ্জ্বল শিক্ষাকে ব্যাপক করা ইসলামি বিশ্বের সামনে ইসলামি শিক্ষাকে ব্যাপকতা প্রদানের ধারায় কনফারেন্স, কর্মশালা (ওয়ার্কশপ), দাওয়াতি লাইন, প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, কার্যালয়, কিতাবাদি, আলাপ-আলোচনা- এছাড়াও আরও সম্ভাব্য সম্যক পন্থায় পশ্চিমা এবং ইউরোপীয় চক্রান্ত এবং খ্রিস্টানদের উন্মোচিত করা যায়। ইসলামের প্রোজ্জ্বল শিক্ষাকে এভাবে ব্যাপক করা যায় যে, প্রত্যেকেই তাদের শিক্ষা দেখে প্রভাবিত হবে। ইসলামের শিক্ষাকে ব্যাপক করা হবে। বিশেষত; বন্ধীয় ব্যাপারটা আদম সন্তান, ন্যায়ের বিষয়, রহমত এবং নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর ইসলামের শিক্ষাকে ব্যাপকতা প্রদান করা হবে। তেমনিভাবে সুদ, জুয়া, বঙ্কীয় গড়িমা, মালের লোভ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে; যাতে করে ইসলামোফোবিয়ার প্রকৃত পয়েন্টে করাঘাত করা যায়। এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য পথ সহজ হয়ে যায়।^ ১৪

এই ধারায় পারস্পরিক এবং মতাদর্শিক মতানৈক্য ও শাখাগত মাসলাকে একপাশে রেখে উম্মতের বৃহৎ ফায়দার স্বার্থে নানা পলিসি এবং লক্ষ্য স্থির করা যেতে পারে। ইসলামের অপর নামই হলো- শান্তি ও নিরাপত্তা। এবং ইসলাম ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পশাপাশি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলামের ভিত্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হলো; নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং ইনসাফ। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী জুলুম, কঠোরতা, ফ্যাসিবাদ, বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ, খুন, লুটপাট ইত্যাদি ব্যাপকমাত্রায় হচ্ছে। এই ধারায় ইসলাম এবং ইসলামভিত্তিক শিক্ষাসমূহকে বর্তমানে ব্যাপকতা প্রদান করার এটাই মোক্ষম সময়। কেননা বর্তমান পৃথিবী ইসলামের নিরাপত্তা এবং বরকতের আশায় বিলাপ করছে। পশ্চিমাবিশ্ব আজো পর্যন্ত ইসলাম ও ইসলামের নবি এবং ইসলাম-শিক্ষায় কেবল ভুল বুঝেরই শিকার নয়; বরং অজ্ঞও! একটি জরিপানুযায়ী পশ্চিমে শতকরা ৬০ শাতংশ মানুষের বক্তব্য এমন যে, আমরা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। সেখানে মাত্র শতকরা ১৭ শতাংশ লোকের বক্তব্য আমরা ইসলামের মৌলিক ধারণা রাখি না। ^১৫

ইসলামোফোবিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে সামনাসামনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছুঁড়ে দেয়াই শুধু মুসলিমদের প্রয়োজনীয়তা নয়; বরং ইসলামকে মানবিক পৃথিবীর কাছে পৌঁছানোর কাজে কষ্ট-মুজাহাদা করা আরও আধিক প্রয়োজন। যাতে করে পৃথিবী ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারে। এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রোপাগান্ডার এই চক্রান্ত খোদ পশ্চিমেই ইসলাম-পরিচিতির মাধ্যম বনে যায়।
* বিপ্লবের পথ সুন্দর হোক

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ X يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ অর্থ: "হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন, তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচারের দায়িত্ব পালন করলেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ (শত্রুদের আক্রমণ) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৬৭)

আল্লাহর রাসুল(সা:) তার জীবদ্দশায় অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন এবং তা উম্মতের উপর সেই জিম্মাদারি দিয়ে গেছেন।
বিদায় হজের ভাষনে তঁিনি বলেন

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "... فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سامع অর্থ" :অতএব, উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (আমার এই বাণী) পৌঁছে দেয়। কারণ, অনেক সময় যার কাছে বাণী পৌঁছানো হয়, সে শ্রবণকারীর চেয়েও বেশি সংরক্ষণ করতে পারে।) "সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১৭৪১ (

আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদিকে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ শ্রেষ্ঠের ভিত্তি তাদের ওপর অর্পিত সুমহান দায়িত্ব। তা হলো, আল্লাহ কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদিকে যে পরম সত্যের সন্ধান দিয়েছেন তা তারা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবে এবং অন্যের কাছেও সে বাণী পৌঁছে দেবে। শুধু পৌছে দিয়েই শেষ করবে না; বরং সে কথা যেন অন্যদের বোধগম্য হয় এবং তারা তা গ্রহণ করে সে

চিন্তাও মুসলিমরা করবে। তারা ইসলামের বাণী চাপিয়ে না দিয়ে তা এমনভাবে উপস্থাপন করে যা অন্যদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ইসলামের ওপর আরওপিত সব প্রশ্ন, সব সংশয় ও সব অস্পষ্টতা দূর করার দায়িত্বও তারা পালন করবে। কাউকে সত্য মানতে বাধ্য করা মুসলমানের দায়িত্ব নয়। আল্লাহর প্রেরিত বার্তা এমন অর্থপূর্ণ ও কল্যাণের ধারক যে মানুষ সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। যদি না সে অসুস্থ মানসিকতা, ইসলামবিদ্বেষ ও গোড়ামি লালন করে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুসলিম জাতির প্রতি যে মন্দ ধারণা ও ইসলাম বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে তার পেছনে মুসলিম জাতির ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলাও দায়ী। প্রমাণ হলো, পৃথিবীর যেখানেই ইসলামের শ্বাসত বাণী যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে প্রচার করা হচ্ছে সেখান থেকেই সুসংবাদ আসছে, মানুষ তা গ্রহণ করছে। ইউরোপ-আমেরিকায়ও যারা দ্বিনের প্রচার ভালোবাসা ও সহমর্মিতার সঙ্গে করছে, যাদের কাজে সততা ও নিষ্ঠা রয়েছে তারা সুফলও পাচ্ছে। ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার আগে আমেবরিকায় মুসলিম বিদ্বেষ প্রবল ছিল না। তখন প্রতিবছর ২০ হাজারের মতো মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিত। ১১ সেপ্টেম্বরের পর ঘটনার দায় মুসলিমদের ওপর চাপানো হয়- যদিও আমেরিকার মতো একটি উন্নত রাষ্ট্রে হামলা করার মতো যোগ্যতা ও উপকরণ মুসলিমদের হাতে থাকার কথা নয় এবং মার্কিন মুলুকে ইসলাম বিদ্বেষ চরম রূপ ধারণ করে। এতে একদিকে মুসলিমরা চরম ক্ষতি ও হুমকির মুখে পড়ে, অন্যদিকে ইসলামের প্রতি মানুষের কৌতুহল জন্মে, তারা ইসলাম জানতে আরম্ভ করে, পুরো পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিম জাতি ও তাদের ধর্মাদর্শ নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা শুরু হয়। অনুসন্ধানের পর তারা ইসলামের স্বরূপ জানতে পারে এবং তাদের বিদ্বেষ ভালোবাসায় পরিণত হয়। এখন (২০০৩) ২০ হাজারের পরিবর্তে প্রায় অর্ধ লাখ মানুষ ইসলামের ছায়া গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এটাই পরম সত্যের শক্তি। যা ঘৃণা-বিদ্বেষকে ভালোবাসায় পরিণত করে। মুসলিম জাতি যদি নিজের জীবনাচারকে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শের আলোকে গড়ে তোলে এবং দাওয়াতি দায়িত্ব পালন করে, তবে তারা পৃথিবীর চেহারা বদলে দিতে পারে। এতে তাদের ওপর আপতিত বিপদ ও সংকটের পরিণাম কমবে, আল্লাহর সুরক্ষা-নিরাপত্তা ও সাফল্য লাভ করবে। বিভিন্ন দেশে মুসলিমরা যে রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে তার পরিমাণও কমে আসবে। কেননা তখন ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষ কমে যাবে এবং শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো অবশিষ্ট থাকবে। আর মুসলিমরা রাজনৈতিক

ও অর্থনৈতিক সংকটগুলো বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই মোকাবিলা করতে পারবে। মুসলিম জাতির ভেতর যদি আল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্য, সত্য দ্বিনের সেবক হওয়ার অনুপ্রেরণা বিদ্যমান থাকে এবং তারা সুস্থ চিন্তাধারা, সহমর্মিতা ও মানুষের প্রতি কল্যাণকামিতা লালন করে তবে সমাজ থেকে মুসলিম বিদ্বেষও বিদায় নেবে। তখন পার্থিব লাভ-ক্ষতির হিসাবই কেবল অবশিষ্ট থাকবে আর তা সমাধান করা কঠিন কোনো বিষয় নয়। মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার পেছনে রয়েছে তাদের সুদূর প্রসারী বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ। তাদের অপকর্ম আড়াল করতে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে পশ্চিমা মিডিয়া নানামুখী অপপ্রচার চালিয়েছে। মুসলমানের উচিৎ তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা বিচার করা। মধ্যপ্রাচ্যের শাসকরা- তারা সামরিক বাহিনী থেকে আসুক বা রাজনৈতিক দল থেকে আসুক সবাই পশ্চিমা রাজনীতিক ও দার্শনিকদের প্রতি অতি আস্থাশীল। তারা ইসলামকে কেবল নিজের পৈতৃক ধর্ম মনে করে এবং জনগণের মনতুষ্টির জন্য ইসলামের আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। এজন্য পশ্চিমা রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা সহজে মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের নিজেদের ক্রীড়ানকে পরিণত করতে পাiরে, তাদের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এর চেয়েও বড় কথা হলো প্রাচ্যের শাসকরা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থনৈতিক জালে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, তাদের বিরুদ্ধে শক্ত কথাও বলতে পারে না।

আর যদি কেউ পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে ওঠে তবুও শক্তিমত্তা, প্রযুক্তি ও অস্ত্রের অভাবে বেশি দূর এগুতে পারে না। মুসলিম জাতির সুদিন ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন সত্যের বাহক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা, আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান রক্ষায় মনোযোগী হওয়া, সময়োপযোগী শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও উপকরণ গ্রহণ করা। মুসলিমরা স্বীকার করুক আর নাই করুক তারা পশ্চিমা রাজনীতিক ও বিজ্ঞানীদের প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস অনেক বেশি, তাদের সঙ্গে যোগাযোগও বেশি। ফলে মুসলিম সমাজে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণের সাহস খুব কম লোকেরই আছে। অবশ্য মুসলিম সমাজে রাতারাতি পরিবর্তনেরও আশা করা যায় না। এখন প্রত্যেক মুসলমানের প্রথম দায়িত্ব ব্যক্তিগত্য জীবনে দ্বিন পালনে যত্নেশীল হওয়া, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দ্বিনি দায়িত্ব পালন করা, ইসলামবিরোধীদের ধোঁকা ও প্রতারণার ব্যাপারে সচেতন থাকা। আল্লাহ সবাইকে তাওফিক দিন। ^১৬

আমিন।

অধ্যায় ৯: উপসংহার

ইসলামফোবিয়া বর্তমান বিশ্বের একটি গভীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক সংকট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এটি কেবল মুসলিমদের প্রতি ভয়, বিদ্বেষ বা বৈষম্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানবাধিকার, সামাজিক সম্প্রীতি, ধর্মীয় সহনশীলতা ও বিশ্বশান্তির জন্যও বড় হুমকি। গণমাধ্যমের অপপ্রচার, রাজনৈতিক স্বার্থ, চরমপন্থী কর্মকাণ্ডের ভুল সাধারণীকরণ এবং অজ্ঞতা ইসলামফোবিয়ার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে মুসলিমরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নানামুখী বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

অথচ ইসলাম শান্তি, সহনশীলতা ও মানবিক মর্যাদার ধর্ম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক তাকওয়াবান।"

— (সূরা আল হুজুরাত,৪৯:১৩)

এই আয়াত মানবজাতির পারস্পরিক সম্মান, সহাবস্থান ও বৈষম্যহীনতার শিক্ষা দেয়। একইভাবে ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও ন্যায় ও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।"

— (সুরা মুমতাহিনা,আয়াত ৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও মানবতার প্রতি দয়া ও সহনশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন—

"যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিকের উপর জুলুম করবে... কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে বাদী হব।"

— Sunan Abu Dawud

আরেকটি হাদিসে তিনি বলেন—

"তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"
— Sahih al-Bukhari
সুতরাং ইসলামফোবিয়া দূরীকরণে প্রয়োজন সত্যভিত্তিক জ্ঞানচর্চা, আন্তধর্মীয় সংলাপ, ন্যায়ভিত্তিক গণমাধ্যম, শিক্ষাব্যবস্থায় সহনশীলতার চর্চা এবং ইসলামের প্রকৃত শান্তির বার্তা তুলে ধরা। মুসলিমদেরও উচিত উত্তম চরিত্র, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য উপস্থাপন করা। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই একটি বৈষম্যহীন ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

তথ্যসূত্র

বিহাইন্ড দি ইসলামফোবিয়া: রাকিব মুহম্মাদ

[১]ক্রিস অ্যালেন, ইসলাম্ফবিয়া, লন্ডন২০১০,পৃষ্টা -৫

[২] the Muslim policy in west Africa 1910

[৩]ক্যারন আমস্ট্রিং,দ্যা গার্ডিয়ান ৮সেপ্টেম্বর, ২০০৩

[৪] সুরা জুমার, আয়াত ৯

[৫]সহিহ বুখারী ১২৭৫

[৬]আত- তাহরিক,মে ২০২৬

[৮] secrets of jionism

[9] The surprising Australian origin story of burkini,Sydney morning Herald, 19 August, 2016

[১০] Tajikistan, U.S Department of state, Retrieved 14 feb,2015

[১১]www.hindustimes.com

[১২]Cambridge University Press & Assessment +1

[১৩] প্রফেসর খুর্শিদ আহমদ; ইসলাম অ্যান্ড দ্যা ওয়েস্ট, ইসলামিক পাব্লিকেশন লাহোর,১৯৬৪, পৃষ্টা ৬২
[১৪]আব্দুর রশীদ আগওয়ান, ইসলামোফোবিয়া, রুজহানাত, আছরাত, তাদারুক, আকলেতু-কে হুবাক আওর ইসলামোফোবিয়া, ইফা কিশনস দিল্লী ২০১১, পৃষ্ঠা-৫১৭

[১৫] দ্যা ইউ গভ, সার্ভে
[১৬]সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে হাসানি নদভি, তামিরে হায়াত